SUSHILÁCHANDRAKETU

BY

KANTI CHANDRA VIDYÁRATNA, B. A.,

Professor of Sanskrit, Cathedral Mission College.

সুশীলাচন্দ্রকেতু।

কার্থিড্রাল মিশন কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক

বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকান্তিচন্দ্র বিদ্যারত্ন বি, এ,

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক

ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭৯ সাল।

বিজ্ঞাপন।

"সুশীলাচন্দ্রকেতু" কোন পুস্তকের অনুবাদ নহে। মহাকবি সেক্সপিয়ারের অন্যতম নাটক পাঠে উদ্বোধিত। উক্ত কবিশিরোমণির "TWELFTH NIGHT" পাঠ করিতে করিতে আমার কেমন প্রতীতি হইল, যে এই নাটকের গল্পভাগটী বঙ্গভাষায় সঙ্কলিত হইলে তৎপাঠে সহৃদয়বর্গের কিঞ্চিৎ মনোরঞ্জন হইতে পারে। গল্পটীর সারভাগ মাত্র গ্রহণ করিয়া আমি উহাকে অনেক পরিবর্ত্তিত ও ভারতীয় বেশে সন্নিবেশিত করিয়াছি। এইরূপ পরিবর্ত্তন দ্বারা গল্পটীর উৎকর্ষ সম্পাদন কখনই সম্ভাবিত নহে, বরং অপকর্ষেরই সমধিক সম্ভাবনা। এক্ষণে পাঠকগণ নূতনবোধে "সুশীলাচন্দ্রকেতু" একবার আদ্যন্ত পাঠ করিলেই সকল শ্রম সফল বোধ করিব।

শ্রীকান্তিচন্দ্র শর্ম্মা।

সুশীলাচন্দ্রকেতু।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বকালে সিংহলদ্বীপে শান্তশীল নামে নরপতি রাজ্য করিতেন। সুবর্ণপুরী তাঁহার রাজধানী ছিল। নগরীর সম্মুখীন সমুদ্রভাগ বাণিজ্যপোতে সর্ব্বদাই সুশোভিত থাকিত। সুরাষ্ট্র, গুর্জ্জর, সিন্ধু প্রভৃতি প্রদেশের বণিক্‌গণ দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূল দিয়া নৌকা চালন পূর্ব্বক সিংহলে আসিয়া বাণিজ্য করিত। সুবর্ণপুরী ক্রমে অসামান্যসমৃদ্ধিশালিনী হইয়া কুবের-নগরী অলকাকেও ধনসম্পদে উপহাস করিতে লাগিল। শান্তশীল সৌম্যাকৃতি, গভীরপ্রকৃতি, কিন্তু দুরন্তপ্রতাপ ছিলেন; প্রজাগণকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে পালন করিতেন। শত্রুগণ তাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপে তাপিত হইয়া পরিশেষে তাঁহারই আশ্রয়ছায়ায় তাপশান্তি করিত। শান্তশীলের প্রথম বয়সে পুত্র কন্যা হয় নাই; সিংহলেশ্বরীর অনেক উপাসনার পর চরমে দুই যমজ সন্তান হইল। রাজা এককালে তনয় তনয়ার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হই-

লেন; পুত্রের নাম সুশীল ও কন্যার নাম সুশীলা রাখিলেন। সুশীল সুশীলার অবয়বের আশ্চর্য্য অবিকল সৌসাদৃশ্য ছিল; কিঞ্চিন্মাত্রও ভেদ লক্ষিত হইত না। একরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিলে অপরে কি, জনক জননীও কে সুশীল কে সুশীলা সহসা প্রভেদ করিতে পারিতেন না। দুই জনের লাবণ্য-মাধুরী শুক্ল পক্ষে শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহাদের সুকুমার অবয়ব স্পর্শে শরীরে অমৃতধারা বর্ষণ করিত; নিরন্তর দর্শনেও মনের সাধ মিটিত না, ক্ষণে ক্ষণেই নূতন বলিয়া বোধ হইত। তাহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া অর্দ্ধনিমীলিতনয়নে বার বার মুখচুম্বনেও জনকজননীর তৃপ্তির শেষ হইত না। শিশুদ্বয়ের সুধাবর্ষি অস্ফুট বাক্য শ্রবণে তাঁহাদের অন্তঃকরণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইত। তাহাদের স্খলিতপদে চলন পদে পদে পিতা মাতার হৃদয় আকর্ষণ করিত। বয়োবৃদ্ধির সহিত উভয়ের সহোদর-স্নেহ ক্রমেই প্রবৃদ্ধ হইতে লাগিল। দুই জন একত্র শয়ন, একত্র ভোজন, একত্র উপবেশন এবং সর্ব্বদাই একত্র ক্রীড়া করিত; মুহূর্ত্তের নিমিত্ত নয়নের অন্তর হইলে দুই জনেই চীৎকার করিয়া রোদন আরম্ভ করিত, অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত; পুনর্ব্বার দেখা হইলে অমনি সমস্ত কষ্ট বিস্মৃত হইয়া হাস্যবদনে পরস্পরের অভিমুখে অতিবেগে ধাবমান হইত। তাহা-

ঙ্কের মধুর ভাব দর্শনে পিতামাতার হৃদয় অসামান্য আনন্দরসে পরিপ্লুত হইতে লাগিল।

সুশীলা ললিত শৈশবশাদ্বলে চপলক্রীড়া সমাপ্ত করিয়া ক্রমে যৌবনসরোবরে অবতীর্ণ হইলেন। তাহার বদন-সরোজ অলৌকিকলাবণ্যময় নূতন সরসীসলিলে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল; কেশকলাপ শৈবালের কোমলকান্তি অপহরণ করিল, চঞ্চল সুদীর্ঘ নয়ন-শোভা-সন্দর্শনে সুচারু নীলোৎপল-দল প্রবাতকম্পিত-স্থলে নিরন্তর অস্থির হইল; ভ্রূযুগল মন্দমারুতান্দোলিত ঊর্ম্মিমালার মনোজ্ঞ ভঙ্গি গ্রহণ করিল; সুকুমারীর ওষ্ঠপুটে দশনকুট্মলের আরক্ত কমনীয় শুভ্রকান্তি নিরীক্ষণে মুক্তারত্ন লজ্জায় শুক্তিমধ্যে লুক্কায়িত হইয়া গভীর জলে পঙ্কে প্রবেশ করিল; বিদ্রুমলতা তাহার অধরের স্নিগ্ধ পাটলতা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া স্থির ভাবে মুখ উন্নত করিতে লাগিল; সুকুমার বাহুযুগল কণ্টকময় মৃণালকে সুদূর-পরাহত করিল; সুকোমল করতলের রক্ততায় কোকনদের ছায়া তিরস্কৃত হইল; গভীর নাভি আবর্ত্তের ঘূর্ণিত বিভ্রম ধারণ করিল; জঘনস্থলী কোমলতাগুণে সৈকতের গর্ব্ব খর্ব্ব করিল; কোকনদ একবার পরাজিত হইয়া শরণ-প্রার্থনায় পদতলে বিলীন হইল। শান্তশীল কন্যার যৌবনপ্রারম্ভ দেখিয়া উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে বীরবাহু সুরাষ্ট্রদেশের অধিপতি ছিলেন।

চন্দ্রকেতু নামে তাঁহার একমাত্র পরমসুন্দর তনয় ছিল। চন্দ্রকেতু অসামান্যধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, বাল্যকালেই সমস্ত শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হন। তাঁহার অদ্ভুত পরাক্রম ও শিক্ষা-কৌশল সকলকেই বিস্মিত করিয়াছিল। নরপতি পুত্রের বুদ্ধি-পরিপাক, শিক্ষা-নৈপুণ্য ও বীরত্ব দর্শনে অতিমাত্র প্রীত হইয়া তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুবরাজ পিতার আদেশ লইয়া জননীর চরণে প্রণতিপূর্ব্বক চতুরঙ্গ-সেনাসমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে যাত্রা করিলেন; এবং গুর্জ্জর, সিন্ধু, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, মধ্যদেশ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কর্ণাট, কেরল, দ্রাবিড় প্রভৃতি সমস্ত দেশ জয় করিয়া ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমায় জয়পতাকা উড্ডীন করিলেন।

বাণিজ্য-সূত্রে শান্তশীলের সহিত বীরবাহুর মৈত্রীবন্ধন ছিল। শান্তশীল, প্রিয় সুহৃদ্ সুরাষ্ট্ররাজের পুত্র দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে সিংহলের অপর পারে উপনীত হইয়াছেন, শুনিয়া ব্যগ্র হইয়া প্রধান-সেনাপতি শূরসেনকে তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ সৈন্য সহিত প্রেরণ করিলেন। শূরসেন চন্দ্রকেতুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, রাজকুমার! তোমার পিতার পরম মিত্র সিংহলেশ্বর এখানে তোমার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়া আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা তোমার মুখচন্দ্র সন্দর্শন করেন, যদি কার্য্যহানি না

হয়, নৌকাযোগে পার হইয়া তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া আসিলে, তিনি নিরতিশয় আন্তরিক প্রীতিলাভ করেন। চন্দ্রকেতু উত্তর করিলেন, সিংহলাধিপতি আমার পিতার পরম মিত্র, আমাকে তনয়ের ন্যায় অতিশয় ভাল বাসেন, অবশ্যই তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিব। আপনি নৌকার আয়োজন করুন, কল্যই সিংহলে যাত্রা করিব। সেনাপতি রাজতনয়ের বচনে পরমপুলকিত হইয়া তাঁহার এবং অনুযাত্রিকগণের উপযোগী শত শত নৌকা সেই দিবসেই সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। চন্দ্রকেতু শূরসেনের সহিত সিংহলরাজবিষয়ক নানাপ্রকার কথোপকথনে প্রায় অর্দ্ধরাত্র যাপন করিয়া আহারান্তে শয়নভবনে গমন করিলেন। শয্যায় শয়ান হইয়া পিতৃসখ শান্তশীলকে কি উপায়ন প্রদান করিবেন, তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন, চিন্তা করিতে করিতে রজনীর অবসান হইল।

পূর্ব্বদিক্ সুবর্ণ ভূষণে মণ্ডিত হইয়া দিনমণির সমাগম প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; কুমুদিনী-নায়ক কুমুদিনীকে অনাথ করিয়া মলিনবেশে পশ্চিম সাগরে নিমগ্ন হইলেন; কমলিনীবল্লভ পূর্ব্বদিকের হৃদয়ে বিরাজিত হইয়া কমলিনীর সুকুমারশরীরে কোমল-কর প্রসারণ করিলেন; কমলিনী প্রাণনাথের কর-স্পর্শে পুলকিত হইয়া হাস্য করিতে লাগিল; বিহঙ্গগণ প্রমুদিত চিত্তে

মধুরকূজিতচ্ছলে দিনপতির স্তুতিগান আরম্ভ করিল; প্রভাতের শীতল সমীরণ পদ্মবন আন্দোলিত করিয়া শরীরে সুরভি মধুধারা বর্ষণ করিতে লাগিল; তুষার-বিন্দুরাজী তরুণ অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া বসুমতীর বক্ষঃস্থলে মুক্তামালার শোভা ধারণ করিল; বন্দিগণ রাজকুমারের নিদ্রাভঙ্গার্থ স্তুতিপাঠ আরম্ভ করিল। চন্দ্রকেতু গাত্রোত্থান করিয়া মুখপ্রক্ষালনান্তর সমস্ত প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত করিলেন। অনন্তর শূরসেন উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, কুমার! নৌকা সমস্ত প্রস্তুত, আপনার আরোহণ প্রতীক্ষা করিতেছে। রাজকুমার বয়স্যগণের সহিত সুসজ্জিত নৌকায় আরোহণ করি-লেন। সহস্র অনুযাত্রিক প্রধান সৈন্য যথোপযুক্ত জলযানে উঠিল; অবশিষ্ট সেনা সেনানিবেশে রাজ-কুমারের পুনরাগমন প্রতীক্ষায় রহিল।

অনুকূল বায়ুযোগে নৌকাসকল সিংহলাভিমুখে ধাব-মান হইল। চন্দ্রকেতু বয়স্যগণের সহিত সুখালাপে সমুদ্রের অর্দ্ধাংশ অতিক্রম করিলেন। সকলেই পরম-কৌতুকে গমন করিতেছেন এবং সিংহলের অনতিদূরে পৌঁছিয়াছেন, এমন সময়ে সহসা পশ্চিমদিকে নীলবর্ণ মেঘরেখা উদিত হইল। দেখিতে দেখিতে ঘনঘটা গগন-মণ্ডল আবৃত করিল। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া নয়নপথ রুদ্ধ করিল। প্রবল পশ্চিম বায়ু অতি বেগে বহিতে আরম্ভ হইল। নাবিকগণ সসম্ভ্রমে নৌকারক্ষণে

ব্যগ্র হইল। মেঘমালার ঘোরতর আড়ম্বর ও প্রলয়-বাতের উদয় দেখিয়া সকলের হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, শোণিত শুষ্ক হইল; কাহারও মুখে আর বাক্য সরে না। রাজকুমার বয়স্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বন্ধুগণ! বুঝি আজ প্রান্তরমাঝে সাগর-জীবনে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইল; এ বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার কিছুমাত্র আশা নাই। ঐ শুন, প্রলয় সমীরণের ভীষণধ্বনি কর্ণকুহর বিদীর্ণ করিতেছে। আমাদের প্রাণবায়ু অচিরাৎ ঐ ভয়ঙ্কর মহাবায়ুতে বিলীন হইবে। জীবনান্তের আর বিলম্ব নাই। ভ্রাতৃগণ! বোধ করি এই আমাদের শেষ কথোপকথন। তোমাদের মিষ্ট সম্ভাষণ এ কর্ণকুহরকে আর পরিতৃপ্ত করিবে না। আমাকেও তোমাদিগকে আর বয়স্য বলিয়া সম্বোধন করিতে হইবে না। এস, পরস্পর গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া চিরকালের নিমিত্ত বিদায় গ্রহণ করি। ভ্রাতৃগণ! যদি তোমাদের কেহ দৈববলে প্রাণের সহিত তীরে উত্তীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার স্বদেশে প্রতিগমন কর, আমার জননীকে সান্ত্বনা করিয়া বলিও, 'চন্দ্রকেতু তোমার অঙ্ক হইতে প্রভ্রষ্ট হইয়া সাগরগর্ভে শয়ন করিয়া আছে।' পিতঃ! আর তোমার চন্দ্রকেতু সুরাষ্ট্রে ফিরিয়া যাইবে না, তোমার বীর তনয় সমস্ত সপত্ন পরাজয় করিয়া পরিশেষে নিষ্করুণ প্রভঞ্জনের হস্তে পরাজিত হইয়া প্রাণে বিনষ্ট হইল। হায়! আমি জনক জননীর এক-

মাত্র তনয়, তাঁহাদের আর দ্বিতীয় অবলম্বন নাই, আমার অভাবে তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। বলিতে বলিতে ঝটিকার শব্দে দিঙ্মণ্ডল বিদীর্ণ হইতে লাগিল; তরঙ্গমালা ভয়ঙ্কর আকারে উত্থিত হইয়া মেঘমণ্ডল আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল; ঘনঘটা দ্বিগুণ প্রকুপিত হইয়া বারিবাণবর্ষে ঊর্ম্মিরাজীর ভীষণতা বৃদ্ধি করিল; তিমিকুল সফরীর ন্যায় তীরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চূর্ণিত হইতে লাগিল; আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না; চতুর্দ্দিক জলময়, ফেণরাশি অজগরের ফণের ন্যায় যেন গিলিতে আসিতে লাগিল। বজ্রের ভীষণশব্দে কর্ণ বধির হইতে লাগিল, বিদ্যুৎপ্রভা আর নয়নে সহ্য হয় না। নৌকা সমস্ত খণ্ড খণ্ড হইয়া কোথায় গেল, কিছুই চিহ্ন রহিল না। অনুচারিবর্গ প্রায় সকলেই জলমধ্যেই শমনের ঋণপরিশোধ করিলেন। রাজকুমার, নৌকা খণ্ড২ হইয়া জলমগ্ন হইলে, একখানি অনতিপ্রশস্ত ফলকমাত্র আশ্রয় করিয়াছিলেন। ফলকখানি একবার তরঙ্গোপরি উৎক্ষিপ্ত, পুনর্ব্বার পাতালমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। চন্দ্রকেতু বাহুদ্বয়ে তক্তাখানি বেষ্টন করিয়া তদুপরি অচেতনপ্রায় পড়িয়া রহিলেন। ক্রমে পশ্চিম বায়ুবেগে রাজতনয় তদবস্থ তীরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া স্পন্দহীন অজ্ঞানবৎ শয়ান রহিলেন।

এদিকে শান্তশীল প্রলয় ঝটিকার উদয় দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! কি সর্ব্বনাশ করি-

লাম. শূরসেনকে কেন পাঠাইয়াছিলাম। আমার বৎস চন্দ্রকেতু নিঃসন্দেহ অদ্য সিংহলে আসিতেছিল, হায়! বৎসের নিধনের জন্যই আজ কাল বায়ু উদিত হইয়াছে। রাজকুমার কি শূরসেনের আহ্বান অস্বীকার করিয়াছেন? না, কখনই না। আমার বৎস সেরূপ নয়, আমার আদেশ শুনিবামাত্র বাছা নিশ্চয়ই অদ্য আমাকে দেখিতে আসিতেছিল। বৎস! আমি তোমার পিতার পরম মিত্র হইয়া আজ নিদারুণ শত্রুর মত কায করিলাম। চন্দ্রকেতো! আর কি তোর মুখচন্দ্র দেখিতে পাইব, বাছা! তোর পিতাকে কি বলিব? কি রূপে তাঁহার নিকট পুনর্ব্বার এ মুখ দেখাইব? দোহাই সিংহলেশ্বরি! দোহাই করুণাময়ি! আমার চন্দ্রকেতু যেন প্রাণে বাঁচিয়া থাকে।

ক্রমে ঝটিকা শান্ত হইল। শান্তশীল অমনি গৃহ হইতে নির্গত হইয়া প্রধান মন্ত্রী বুধসেন ও কতিপয় অনুচরবর্গের সহিত স্বয়ং সমুদ্রতীরে সত্বর আগমন করিলেন। সাগরতট ভগ্ননৌকাখণ্ডে বিকীর্ণ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় শুষ্ক হইল, প্রাণ উড়িয়া গেল; তিনি কাতর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, হা বিধাতঃ! কি সর্ব্বনাশ করিলি! হা চন্দ্রকেতো! তোর মনে কি এই ছিল? অনন্তর তিনি অনুচারিবর্গকে সমুদ্রতটে নরদেহ পতিত দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে

করিতে ফলকোপরি একটী মৃতপ্রায় শরীর পতিত দেখিয়া অবিলম্বে মহারাজের নিকট আনয়ন করিল। রাজা দেখিবামাত্র সুরাষ্ট্ররাজতনয়ের অবয়ব চিনিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, বাছা! তোর পিতার পরম মিত্র হইতে তোর এই নিদারুণ দশা উপস্থিত হইয়াছে। দেখ দেখ, বৎস আমার কি প্রাণে বাঁচিয়া আছে? বুধসেন বক্ষঃস্থল, নাসিকারন্ধ্র ও নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, মহারাজ! ভয় নাই, কাতর হইবেন না, চন্দ্রকেতু জীবিত আছে, চেতনাও কিঞ্চিৎ রহিয়াছে বোধ হইতেছে; চঞ্চল হইবেন না, কিয়ৎক্ষণ বহ্নিসেক করিলেই রাজপুত্রের সম্যক্ চেতনা হইবে। শীঘ্র অগ্নি আনিতে আদেশ করুন। ভৃত্যগণ আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্রে অগ্নি আনয়ন করিল। বুধসেন বহ্নিসেক ও কর্ণে ফুৎকার প্রদান করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে রাজকুমার সম্যক্ সংজ্ঞা পাইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শান্তশীল চন্দ্রকেতুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস, ভয় নাই। আমি তোমার পিতার পরমমিত্র হতভাগা শান্তশীল। আমারই নিমিত্ত তোমার অদ্য এই দারুণ দশা উপস্থিত হইয়াছে, তোমাকে যে জীবিত দেখিব, স্বপ্নেও ভাবি নাই, তোমার পিতার পুণ্যবলে তোমাকে পুনর্জীবিত দেখিলাম; আইস, একবার মুখচুম্বন করিয়া আনন্দসাগরে অবগাহন করি। চন্দ্রকেতু অনেক্ষণপরে মৃদুস্বরে সিংহধেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তাত! উঠিবার শক্তি নাই; চরণে প্রণাম

করিতে পারিলাম না, দুর্ভাগ্য তনয়ের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, পাদধূলি প্রদান করুন, মস্তকে ধারণ করি। শান্তশীল বলিলেন, আমার প্রতি তোমার অকৃত্রিম ভক্তি বিশেষ অবগত আছি; সঙ্কুচিত হইতে হইবে না। বাছা! তোমার সঙ্গিগণ কোথায়? আমার সেনাপতি শূরসেন কোথায়? রাজতনয় ম্লানবদনে অশ্রুপূর্ণনয়নে উত্তর করিলেন, পিতঃ! আমার সহচরগণ কে কোথায় আছে, কেহ জীবিত আছে কি না, কিছুই বলিতে পারি না। আমি কোথায় রহিয়াছি তাহাও জানি না, আপনাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে সিংহলে উপনীত হইয়াছি, সকলই স্বপ্নের মত জ্ঞান হইতেছে; আমি নৌকায় সহচরগণের সহিত পরম কৌতুকে আসিতেছিলাম, তাহারা সকলে কোথায় গেল? তাত! সত্যই কি সিংহলে উপনীত হইয়াছি? সিংহলপতি উত্তর করিলেন, বৎস! কাতর হইও না, চিন্তা করিও না, এ ক্ষীণ শরীরে ব্যাকুল হইলে বিপদের সম্ভাবনা, সঙ্গিগণের নিমিত্ত ভাবনা নাই, তাহারাও তোমার মত কূল পাইয়াছে; তোমার এ অবস্থা আর দেখিতে পারি না। বুধসেন! শীঘ্র মিত্রতনয়কে রাজভবনে লইয়া চল। ভৃত্যগণ! তোমরা সমুদ্রতটে অন্বেষণ কর, যদি আর মনুষ্যদেহ দেখিতে পাও তৎক্ষণাৎ রাজভবনে লইয়া যাইবে। আমি আর এখানে অপেক্ষা করিতে পারি না, এসময়ী চন্দ্রকেতুর নিকট ছাড়া হইতে আমার মন সরিতেছে না।

অনন্তর রাজা চন্দ্রকেতুকে লইয়া মন্ত্রীর সহিত রাজ-ভবনে প্রবেশ করিলেন এবং ভৃত্যগণকে কুমারের অবস্থোচিত সেবা করিতে আদেশ করিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। রাজা মিত্রপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস! আজ তোমার শরীর অত্যন্ত ক্লিষ্ট আছে, আর অধিক কষ্ট দিব না, কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া শয়ন কর। চন্দ্রকেতু যথাশক্তি সন্ধ্যাকার্য্য সমাপনান্তে যৎকিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিয়া শয়ন ভবনে গমন করিলেন, এবং শয্যায় শয়ান হইয়াই গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। পরদিন প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর বসিয়া আছেন, শান্তশীল উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাছা! শরীরের গ্লানি কিঞ্চিৎ অপনীত হইয়াছে? চন্দ্রকেতু পিতৃমিত্রের চরণে প্রণতিপূর্ব্বক উত্তর করিলেন, পিতঃ! অদ্য আপনার প্রসাদে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছি, আপনার এ ঋণ কখনই পরিশোধ করিতে পারিব না; তাত! জনক জননীকে দেখিতে আমার মন নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে; শীঘ্র আমাকে বিদায় দিবেন। শান্তশীল বলিলেন, বাছা! তোমার জনক জননী কেমন আছেন, এবং কি সাহসে এত অল্প বয়সে তোমাকে একাকী দিগ্বিজয়ে পাঠাইয়াছেন? চন্দ্রকেতু সবিনয়ে কহিলেন, তাত! সপত্নপরাজয় ক্ষত্রিয়দিগের পরমধর্ম্ম, ইহাতে যে পরাঙ্মুখ হইলে ক্ষত্র নামে কলঙ্ক হইবে। আপনাদের

আশীর্ব্বাদে আমি শত্রু হইতে ভয় করি না ; কি জানি আমারই পূর্ব্বজন্মের দুরদৃষ্ট বশতঃ কল্য এই দারুণ দৈব বিপদে পতিত হইয়াছিলাম। তাত! বয়স্যগণের মুখ কি পুনর্ব্বার নিরীক্ষণ করিব? আপনার শূরসেন কি ফিরিয়া আসিয়াছেন? কই তাঁহাকেও ত দেখিতেছি না? অনুচর সৈন্যগণ কোথায় রহিল? তাহাদের সকলের জন্য আমার মন ব্যাকুলিত হইতেছে।" রাজা উত্তর করিলেন, বৎস! উতলা হইওনা, স্থির হও, সকলকেই পাইবে, ভাবনা নাই, তাহারাও তোমার প্রতিকূল পাইয়া তোমার জন্য অধীর হইয়া বিলাপ করিতেছে। কিছু দিন অপেক্ষা করিলে সকলেরই সঙ্গে পুনর্ব্বার দেখা হইবে। দিন কতক আমার গৃহে অবস্থিতি কর, এ অবস্থায় তোমাকে পাঠাইতে পারি না। শরীর কিঞ্চিৎ সবল হইলেই সেনা সমেত তোমাকে স্বরাষ্ট্রে প্রেরণ করিব।

রাজকুমার উত্তর করিলেন, পিতঃ! আমার এখানে অবস্থান করিতে অসাধ নাই, আপনার গৃহে আর আমার পিতার গৃহে কিঞ্চিন্মাত্রও ভেদ জ্ঞান করি না, পিতঃ! ভয় হয় পাছে জনক জননী আমার শোকে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। আমি তাঁহাদের এক মাত্র জীবনের ধন, আমার এ বিপদ শুনিলে তাঁহারা প্রাণে বাঁচিবেন না। তাত! আমাকে শীঘ্র বিদায় দিবেন। বয়স্যগণ কেহ বাঁচিয়া আছে কি না তাহারও একবার

অনুসন্ধান করিতে হইবে, তাহাদের জনক জননী জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিয়া উত্তর দিব? পিতঃ! কিছু মনে করিবেন না, আমাকে শীঘ্র স্বদেশ গমনে অনুমতি করুন, আমার মন নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছে, মুহূর্ত্তকাল যুগসহস্র বোধ হইতেছে। অধিক বিলম্ব হইলে আমার সেনাগণ, আমি জলে চিরকালের মত নিমগ্ন হইয়াছি মনে করিয়া, দেশে ফিরিয়া যাইবে। সৈন্যগণ চন্দ্রকেতুশূন্য স্বরাষ্ট্রে ফিরিয়া গেলে আমার পিতামাতা তৎক্ষণাৎ, চন্দ্রকেতু কোথায়, চন্দ্রকেতু কোথায় হা চন্দ্রকেতো, হা চন্দ্রকেতো, বলিয়া চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিবেন; আমাকে পিতৃমাতৃ হত্যার পাতকী হইতে হইবে।

সিংহলরাজ অনেক বুঝাইয়া কোন রূপেই যুবরাজকে সান্ত্বনা করিতে পারিলেন না, পাঁচ দিবস মাত্র রাখিয়া অত্যান্ত দুঃখিত চিত্তে ও ম্লান বদনে বিদায় দিলেন। রাজকুমার পার হইয়া সেনানিবেশে উপস্থিত হইলেন।

সেনাগণ প্রবল ঝটিকা দেখিয়া মনে করিয়াছিল বুঝি আমরা জন্মের মত রাজকুমারকে হারাইলাম। তাহারা চন্দ্রকেতুর পুনর্দ্দর্শন পাইয়া অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইল এবং প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন করিল, "যুবরাজ! সে দিনের ঝটিকা দেখিয়া আমরা মৃতপ্রায় হইয়াছিলাম, ভাবিতেছিলাম কি বলিয়া দেশে ফিরিয়া যাইব এবং সকলেই স্থির করিয়াছিলাম যদি চন্দ্রকেতুর

মুখচন্দ্র দেখিতে না পাই, আর দেশে ফিরিয়া যাইব না. আত্মহত্যা করিয়া প্রাণত্যাগ করিব। আজ আপনাকে দেখিয়া আমরা জীবন পাইলাম। কুমার! আপনার সঙ্গিগণ কোথায়? তাহাদের জন্য আমাদের মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

রাজকুমার সেনাগণের নিকট বাত্যার বিষয় সমস্ত বর্ণন করিয়া মুহূর্ত্তকাল স্থির হইয়া রহিলেন, নয়ন হইতে দর দর অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল; ক্ষণকাল পরে বলিয়া উঠিলেন, সৈন্যগণ! আমি প্রাণে বাঁচিয়া তোমাদিগকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইলাম. আমার বয়স্যগণ কোথায় গেল একবার অন্বেষণ কর। রাজপুত্রের আদেশ প্রাপ্তি মাত্রে সকলেই সমুদ্রকূলে অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কাহারও কোন সন্ধান পাইল না। রাজকুমার দিগ্বিজয়ী হইয়াও বন্ধুবিয়োগদুঃখে বিষণ্ণমনে সসৈন্য গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে সুরাষ্ট্রে বীরবাহু চন্দ্রকেতুর আগমনের বিলম্ব দেখিয়া পত্নীর সহিত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অহোরাত্র কেবল হা চন্দ্রকেতো, হা চন্দ্রকেতো. তোকে কেন দিগ্বিজয়ে পাঠাইয়া ছিলাম? তোর মুখচন্দ্র কি আর দেখিতে পাইব? এই বলিয়া বিলাপ করিতেছিলেন। পুরবাসিগণ সকলেই নিরানন্দ,কাহারও মনে সুখ ছিল না। সকলে চন্দ্রকেতু আসিতেছেন শুনিয়া আহ্লাদে স্ফীত হইয়া রাজকুমারকে প্রত্যুদ্গমন

করিতে নগর হইতে বাহির হইল। রাজকুমার নগরে প্রবেশ করিয়া পুরবাসিগণের জয় জয় শব্দের সহিত রাজভবনে উপনীত হইলেন। পৌরগণ তাঁহার মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। আনন্দ দুন্দুভি-ধ্বনিতে নগর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রাজকুমার জনকজননীর চরণে প্রণতি পূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সুশীলা ঝটিকার সময় অশোককাননে সুরম্য মরকতভবনে সহচরীগণের সহিত নানাবিষয়ক কথোপকথনে কাল হরণ করিতেছিলেন। ঝটিকা শান্ত হইলে রাজনন্দিনী প্রিয়সখী চিত্রলেখাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, চিত্রলেখে! কি জানি আজ আমার মন কেমন চঞ্চল হইতেছে, প্রাণের ভাই সুশীলের ত কোন বিপদ হয় নাই? আমার অন্তঃকরণ কখন এরূপ ব্যাকুল হয় নাই। আজ কেন এরূপ হইতেছে? চল চল শীঘ্র রাজভবনে গমন করিয়া সুশীলের মুখচন্দ্রদর্শনে মনের ব্যাকুলতা দূর করি। সুশীলকে অনেক ক্ষণ দেখি নাই সেই জন্যই হৃদয় এইরূপ উদ্বেগে আকুল হইতেছে। চিত্রলেখা উত্তর করিল, প্রিয়সখি, এত চঞ্চল হসনে, স্নিগ্ধজনকে কিয়ৎক্ষণ না দেখিলেই চিত্ত স্বভাবতই ব্যাকুল হইয়া উঠে, ভয় নাই, চল, বিলম্ব করিব না, শীঘ্র গৃহে গমন করি।

অনন্তর রাজবালা চিত্রলেখার সহিত ত্বরিতপদে রাজগৃহে প্রবেশ করিয়াই শুনিলেন, পিতার পরমমিত্র সুরাষ্ট্ররাজের তনয় চন্দ্রকেতু নৌকাযোগে সিংহলে আসিতেছিলেন, নিশ্চয়ই এই প্রবলবাতে আক্রান্ত হইয়া জলে নিমগ্ন হইয়াছেন। সিংহলরাজ মিত্রপুত্রের

বিপদ আশঙ্কা করিয়া স্বয়ং মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে সমুদ্রতীরে গমন করিয়াছেন। সুশীলা কহিলেন, সখি! সুরাষ্ট্র রাজকুমার কি নিমিত্ত সিংহলে আসিতেছিলেন? চিত্রলেখা উত্তর করিল, শুনিয়াছিলাম সুরাষ্ট্রনৃপতি বীরবাহুর একমাত্র তনয় চন্দ্রকেতু দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। তোমার পিতার সহিত বাণিজ্যসূত্রে বীরবাহুর মৈত্রী আছে, রাজা রাজকুমারের অভ্যর্থনার্থ শূরসেনকে পাঠাইয়াছিলেন। বোধ করি চন্দ্রকেতু মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিলেন, পথে দৈব দুর্বিপাকে এই বিপদ ঘটিয়াছে।

সুশীলা এমন সময়ে শুনিলেন, পিতা রাজকুমারকে সাগরতটে অচেতন পতিত দেখিয়া বহুকষ্টে মূর্চ্ছাভঙ্গ করিয়া রাজভবনে আনয়ন করিয়াছেন। রাজবালা অমনি সসম্ভ্রমে বলিয়া উঠিলেন, সখি! চল চল রাজকুমার কেমন দেখিয়া আসি, এই বলিয়া রাজবালা সত্বর বাতায়ন সমীপে গমন করিয়া দেখিলেন, রাজতনয় শয়ন করিয়া আছেন, ভৃত্যগণ তালবৃন্ত বীজন করিতেছে। চিত্রলেখা সুরাষ্ট্ররাজতনয়কে তদবস্থ দেখিয়া বলিয়া উঠিল, সখি! দেখ দেখ, এরূপ অপরূপ রূপমাধুরী কখন দেখি নাই। আহা মরি! মুখের কি মধুর ভাব! অবয়বের কি সুগঠন! বোধ করি, বিধাতা মানসে এ অপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপ সৃষ্টি

করিয়াছেন। আহা দুরন্ত সমীরণের দারুণ অন্তঃকরণে করুণার লেশ নাই! সে কোন্ হৃদয়ে এ সুকুমার অবয়বের ঈদৃশ শোচনীয় দুরবস্থা করিয়াছে! আহা! রাজকুমারের মুখ বিবর্ণ ও শরীর পাণ্ডুবর্ণ দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, অবয়বের অনির্ব্বচনীয় লাবণ্য-মাধুরী যেন বলপূর্ব্বক হৃদয়কে আকর্ষণ করিতেছে। সখি! বোধ করি মহারাজ গৃহাগত এরূপ সুযোগ্য পাত্রকে কখনই পরিত্যাগ করিবেন না। সুশীলা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া উত্তর করিলেন, যা, আর ওরূপ বচনভঙ্গিতে কায নাই, তোর ভাব দেখে আর বাঁচি না, তোর কথা শুনিতে চাহি না। কিন্তু মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন একজনকে দেখিয়া মন এরূপ বিকৃত হইতেছে কেন? ইহাঁকে আর নয়নের অন্তর করিতে ইচ্ছা হয় না। আহা! যদি পরবশ না হইতাম এখনই প্রাণনাথের ঐ চরণে শরণ লইতাম, চরণে শরণ লইলে প্রাণেশ্বর কখনই ঠেলিতে পারিতেন না। হা বিধাতঃ! এরূপ পরবশ করিয়া কেন আমাকে পরগুণে প্রলোভিত করিতেছিস্? হৃদয়নাথ! ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া আজ আপনাকে আত্মসমর্পণ করিলাম। যদি আপনার ঐ চরণে স্থান পাই জীবন রাখিব, নচেৎ আপনার উদ্দেশে এ অমূল্য জীবন ধন বিসর্জ্জন করিব।

চিত্রলেখা রাজকুমারীর ভাব নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, প্রিয়সখি! রাগ করিস্ না, আমি কৌতুক

করিতেছি না, প্রকৃত বলিতেছি তোদের পরস্পর মেলন হইলে বিধাতার উভয়ের রূপবিধানে যত্ন সার্থক হয়। বোধ করি প্রজাপতি সেই উদ্দেশেই তোদের দুজনকে এরূপ অলৌকিক রূপসম্পন্ন করিয়াছেন। সুশীলা বলিয়া উঠিলেন সখি, আর কৌতুকে প্রয়োজন নাই, তুই রাজকুমারকে ক্ষণ কাল দেখ্‌তেও দিবি না? চিত্রলেখা কহিল, সখি! রাজতনয় সুস্থশরীর থাকিলে এখনই তোকে উহাঁর কোলে বসাইয়া আসিতাম। বলিব কি, তোর কপাল ভাল চন্দ্রকেতু পীড়িত আছেন। সুশীলা ক্রোধভরে উত্তর করিলেন, পোড়ারমুখি, যা মুখে আস্‌ছে তাই বল্‌তে আরম্ভ করেছিস্‌। আমি আর এখানে তোর কাছে থাকিব না, মায়ের কাছে গিয়া তোর সব কথা বলিয়া দি। চিত্রলেখা বলিল সখি! রাগ করিস্‌ কেন? ভয় কি? এখানেত আর কেউ নাই। আমার কাছে বলিতে লজ্জা কি? ভয় নাই প্রকাশ করিব না, সখি সত্য করে বল দেখি, রাজকুমারকে দেখিয়া তোর অন্তঃকরণ কি প্রমুদিত হইতেছে না? সুশীলা পুনর্ব্বার সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, সখি! যা, যা, আর জ্বালাস্‌ নে, তোর আমার সঙ্গে আর কথা কইতে হবে না, তোর ওসব রঙ্গের কথা আমার ভাল লাগে না; যাই অন্তঃপুরে মায়ের কাছে যাই। রাজবালা তথাপি শালীনতা প্রযুক্ত মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারিলেন না,

রাজকুমারের প্রতি বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে শূন্যমনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। চিত্রলেখা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল।

এদিকে চন্দ্রকেতু শান্তশীলের নিকট বিদায় লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। সুশীলা কৃষ্ণপক্ষে শশিকলার ন্যায় দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। কিছুতেই রাজবালার প্রবৃত্তি নাই, ভোজনে রুচি নাই, দিনযামিনী সততই অন্যমনা, রাত্রে নিদ্রা নাই, সখীদিগের সহিত আর প্রফুল্লবদনে আলাপ করেন না, তাহাদের মধুর কথায় আর মন নিবিষ্ট হয় না। প্রায় বিষণ্ণভাবে মৌন অবলম্বন করিয়া থাকেন। সুশীতল মরকতশিলায় শরীরের তাপ শান্তি হয় না, সুকুমার কুসুম শয়নও কণ্টকময় বোধ হইতে লাগিল। সখীগণ সুশীলার এইরূপ ভাবান্তর ও চিত্তবিকার দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল, কেহই কিছু ঠিক করিতে পারে না।

অনন্তর একদিন চিত্রলেখা সুশীলাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, প্রিয়সখি! সে দিন তোর রাগ দেখিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভয় হয়, আর জিজ্ঞাসা না করিয়াও সুস্থির থাকিতে পারি না। তোর শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে, মুখশ্রী মলিন ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। সুবর্ণ বর্ণ বিবর্ণ হইয়াছে, দেহে আর কিছুই নাই, আমরাও তোকে সহসা চিনিতে পারি

না, কিন্তু যেরূপ গোলাপ বিবর্ণ ও শুষ্ক হইলেও স্বাভাবিকী সুগন্ধিতা তাহাকে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ কেবল লাবণ্যময়ী কান্তি এ অবস্থাতেও তোকে ছাড়ে নাই। সখি, তোর মলিনবেশ বিরহিণীর দারুণ অবস্থার অনুকরণ করিতেছে। লজ্জা করিয়া আর কি করিবি? আমার নিকট সত্য করিয়া বল্ কি কারণে তোর এ অবস্থা ঘটিয়াছে? পীড়ার যথার্থ ভাব জানিতে পারিলে তাহার প্রতিকারের উপযুক্ত উপায় অন্বেষণ করিতে পারি। সখি, মনের বিকার আর কেন গোপন করিয়া রাখিতেছিস্? তুই ও যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতেছিস্ আমাদিগকেও তোর কষ্ট দেখিয়া কষ্টভাগী করিতেছিস্।

সুশীলা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, সখি, তোর কাছে না বলিয়া আর কার কাছেই বা বলিব, কিন্তু বলিয়া কেবল তোকে কষ্টভাগিনী করিব। সখি, যে দিন তোর সঙ্গে বাতায়নদ্বার দিয়া সেই রাজকুমারকে দর্শন করিয়াছি, সেইদিন অবধি আমার চিত্ত তিনি অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। চিত্র-লেখা বলিল, সখি, আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম। এত দিন আমাকে বলিস্ নাই কেন? সুশীলা উত্তর করি-লেন, প্রিয়সখি! এক্ষণে কি উপায় বল, হৃদয়নাথকে না দেখিয়া আর মুহূর্ত্তকালও জীবন ধারণ করিতে পারি না, এখন কি উপায়ে অবিলম্বে তাঁহার দর্শন

পাই। সখি, যদি অচিরাৎ প্রাণবল্লভকে দেখাইতে না পারিস্ আমার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিস্। চিত্রলেখা বলিল, সখি! এত উতলা হইস্ না, যদি কিছু মনে না করিস্ এইক্ষণেই মহারাজের নিকট তোর অভিপ্রায় ব্যক্ত করি। ভাগ্যক্রমে যোগ্যবরেই তোর অভিলাষ হইয়াছে। অথবা মহানদী সাগর পরিত্যাগ করিয়া আর কোথায় প্রবেশ করিবে, কুমুদিনী শশাঙ্ককেই দেখিয়া প্রমুদিত হয়। চন্দ্রকেতুর প্রতি তোর অনুরাগ জানিয়া তিনি কখনই রুষ্ট হইবেন না, প্রত্যুত সন্তুষ্ট হইয়া যাহাতে শীঘ্র তোর মনোরথ পূর্ণ হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিবেন। একথা শুনিলে তিনি তৎক্ষণাৎ চন্দ্রকেতুকে সিংহলে আনাইয়া তাঁহার হস্তে তোকে সমর্পণ করিবেন। সখি! আদেশ কর আমি রাজাকে এ বিষয় নিবেদন করি। এ কথা সে সময় বলিলে মহারাজ তোমাদিগকে যুগলবেশে সুরাষ্ট্রে পাঠাইতেন। সুশীলা উত্তর করিলেন, সখি, আর জ্বালাস্ নে। এ সময় তোর ঠাট্ ভাল লাগে না। প্রিয়সখি! পিতাকে এবিষয় কিরূপে অবগত করিব, তিনি শুনিয়া কি মনে করিবেন? আমি প্রাণান্তেও আমার মনের ভাব পিতাকে জানাইতে পারিব না। সখি, যদি অন্য কোন উপায় থাকে বল, নচেৎ আমাকে স্মরণ রাখিস্। চিত্রলেখা কহিল, আর অন্য কোন উপায় আমি ত দেখিতে পাই না। মহারাজকে বলিলে

হানি কি? তোকে ত স্বয়ং বলিতে হইবে না, তোর, তাতে লজ্জা কি? আমি এরূপ সুকৌশলে মহারাজের নিকট এ বিষয় ব্যক্ত করিব যে তিনি শুনিয়া অসন্তুষ্ট অথবা কিঞ্চিন্মাত্রও রুষ্ট বা ক্ষিণ্ণ হইবেন না। সখি! আর দ্বিমত করিস্ না। দিন দিন তোর শরীর অতিমাত্র ক্ষীণ হইতেছে, বিলম্ব করিলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। কেন আর ইতস্ততঃ করিতেছিস্? আমাকে নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দে অনুমতি কর, আমি নৃপতির নিকট তোর মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়া শীঘ্রই তোর কামনা পূর্ণ করিয়া দিব।

সুশীলা বিষণ্ণমনে প্রত্যুত্তর করিলেন, সখি! কেবল লজ্জা নয়, পিতাকে না বলিবার আরও একটা গুরুতর কারণ আছে, এতদিন তোর কাছে বলি নাই আর না বলিয়াও থাকিতে পারি না। সে দিন মায়ের মুখে কথায় কথায় শুনিলাম, পিতা কর্ণাটরাজতনয় বৃষকেতুর সহিত আমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, জীবন থাকিতে তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না। বাক্যের অন্যথা করিলে ক্ষত্রিয়কুলে কলঙ্ক হইবে। ক্ষত্রিয়ের মানই পরম ধন, মানের কাছে জীবনকেও তাঁহারা অতিতুচ্ছ জ্ঞান করেন, বিশেষতঃ আমার জনক অতি তেজস্বী ও মনস্বী, লোকের কথা সহ্য করিতে পারেন না। আমি নিশ্চয় জানি তিনি চন্দ্রকেতুকে আন্তরিক ভাল বাসেন; কিন্তু পূর্ব্বে না বুঝি-

বৃদ্ধি হউক, অথবা রাজনীতি অনুগত কোন কারণবশতই হউক. যাহা করিয়াছেন কখনই তাহার অন্যমত করিতে পারিবেন না। মনের একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও তিনি এ কলঙ্ক কখনই স্বীকার করিবেন না। সখি! এক দিবস স্নেহময়ী জননী চন্দ্রকেতুর সহিত আমার বিবাহের কথা মহারাজের নিকট প্রস্তাব করেন। পিতা তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মাকে যৎপরোনাস্তি ভৎ সনা করিয়াছিলেন। সেই দিন অবধি মা সর্ব্বদাই ম্লানবদনে ও বিষন্নভাবে কালাতিপাত করিতেছেন, কাহারও সহিত হাস্যমুখে কথা কন না, আহার নিদ্রা এককালে পরিত্যাগ করিয়াছেন, দিনযামিনী কেবল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন। আরও শুনিলাম চন্দ্রকেতু কর্ণাটরাজকে পরাজয় করিয়া অলৌকিক লাবণ্যবতী তাঁহার প্রাণাধিকা কুমারী চন্দ্রকুমারীকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছেন, তাহাতে দক্ষিণভারতবর্ষের সমস্ত রাজগণ অন্তরে চটিয়া আছে। সুযোগ পাইলেই মিলিয়া সুরাষ্ট্ররাজকুমারের বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করিবে সকলেই স্থির করিয়াছে। সখি! এরূপস্থলে পিতা পরমমিত্রের তনয় হইলেও চন্দ্রকেতুকে কিরূপে কন্যাদান করিতে পারেন? এক দুহিতার জন্য সমীপস্থ প্রবলরাজ-গণের সহিত শত্রুতা করা রাজনীতিসঙ্গত কার্য্য নহে। পিতা আমাকে যথার্থই প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসেন, তথাপি ক্ষত্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া আমার

নিমিত্ত রাজনীতিবিরুদ্ধ ও লোকলজ্জাকর ব্যাপারে কখনই প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন না। প্রিয়সখি! দান করিলেই কি সুরাষ্ট্ররাজকুমার আমাকে সহজে স্বরাজ্যে লইয়া যাইতে পারিবেন? স্বপ্নেও মনে করিস্ না চন্দ্রকেতুকে আমায় দান করিলে দক্ষিণ-ভারতবর্ষের রাজগণ উদাসীন থাকিবে। তাহারা প্রাণ-পণে ঘোরতর বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইবে, প্রাণ থাকিতে চন্দ্রকেতুকে সুশীলারত্ন ভোগ করিতে দিবে না। চন্দ্রকেতু নিজ অলৌকিক পরাক্রমের দ্বারা সকলকে পরাজয় করিয়া জয়শ্রী লাভ করিতে পারেন অসম্ভব নহে, কিন্তু নিতান্ত অভাগিনী আমার কপালে সেরূপ ঘটিবে একমুহূর্ত্তের নিমিত্তও আশা করিতে সাহস হয় না। সখি! রাজকুমার পরাজিত হইলে আমাকে চিরকাল বন্দী হইয়া কোন দুর্গম দুর্গমধ্যে কালযাপন করিতে হইবে, নচেৎ কর্ণাটরাজতনয়কে অনিচ্ছাপূর্ব্বক করদান করিতে হইবে। সখি! আমি ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া চন্দ্রকেতুকে আমার সর্ব্বস্বদান করিয়াছি, এদেহে তাঁহারই সম্পূর্ণ অধিকার আছে, আমার শরীরে অপরের করস্পর্শ হইলে আমি প্রাণ রাখিতে পারিব না, তৎক্ষণাৎ জীবন পরিত্যাগ করিব। প্রিয়-সখি! যদি আমাকে বাঁচাইতে ইচ্ছা থাকে শীঘ্র অন্য কোন উপায় উদ্ভাবন কর, হৃদয়বল্লভকে না দেখিয়া আর জীবন ধারণ করিতে পারি না, কোন উপায়ে

আমাকে সুরাষ্ট্রে লইয়া চল। জীবিতনাথ যদি আমাকে প্রণয়িনী বলিয়া স্বীকার না করেন, দাসী হইয়া নিত্য তাঁহার চরণ সেবা করিব, তাঁহার মুখচন্দ্র দেখিলেই আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত থাকিবে, অধিক আশা করি না।

চিত্রলেখা সবিষাদে উত্তর করিল, সখি! তুই আমাকে বিষম সঙ্কটে ফেলিলি। তোর কষ্টও আর দেখিতে পারি না, কি করিয়াই বা তোকে গোপনে সুরাষ্ট্রে লইয়া যাই তাহাও স্থির করিতে পারিতেছি না। সখি! জ্বলন্ত অনলশিখা কি কখন অঞ্চলে ঢাকিয়া লওয়া যায়? সূর্য্যপ্রভা কতক্ষণ মেঘে অপ্রকাশ থাকে? সখি! তুই অশোক কাননের মরকতভবন হইতে পা না বাড়াইতে বাড়াইতেই সকলে জানিতে পারিবে। অবিলম্বে একথা মহারাজের কর্ণগোচর হইবে। রাজা এব্যাপার শুনিলে কি আমাকে প্রাণে রাখিবেন, না তোকে ও আর বিশ্বাস করিবেন? সখি! তুই আমাকে প্রাণে মারিতে উদ্যত হইয়াছিস্। পরিণামে তোর প্রিয়সখী বহুদিনের প্রণয়ের এই ফল লাভ করিল! সখি! এমন কার্য করিতে আমাকে অনুরোধ করিস্ না। আমাকেও প্রাণে মারিবি, আপনিও পিতার ক্রোধ-ভাজন হইয়া চিরকাল বহুতর কষ্ট পাইবি। সুশীলা উত্তর করিলেন, প্রিয়সখি! তবে আমাকে বিষ আনিয়া দে; পান করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি। সখি! যখন যা

বলিয়াছি তখনই তাই করিয়াছিস্, কখন দ্বিরুক্তি/ করিস্ নাই। আমার দিব্য, এই শেষ অনুরোধটী রক্ষা করিয়া আমার সকল কষ্ট নিবারণ কর্। এই বলিয়া রাজবালা এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

চিত্রলেখা সুশীলার বাক্য শুনিয়া অচেতনপ্রায় স্তম্ভবৎ দণ্ডায়মান রহিল, এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, সখি! তুই কি সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিস্! হা বিধাতঃ, তোর মনে কি এই ছিল? এই নিমিত্তই কি চন্দ্রকেতুকে সিংহলে আনিয়াছিলি? হায়! আজ বুঝি সিংহলচিত্তবিনোদিনী বিমলচন্দ্রিকা অস্তমিত হইল! এতদিনের পর রাজলক্ষ্মী সুশীলাবেশে স্বর্ণপুরী পরিত্যাগ করিলেন। বুঝি আজ শান্তশীলের সন্ততির অবসান হইল। সুশীলার বিয়োগে সুশীল কখনই প্রাণে বাঁচিবে না। রাজমহিষী পুত্র কন্যা বিরহে তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। মহারাজ সন্ততি ও কলত্রবিহীন হইয়া কদাচ শরীর ধারণ করিতে পারিবেন না। হা সুশীলে! তুই পিতৃবংশ ধ্বংস করিতে সিংহলরাজ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলি! হা বিধাতঃ! কি সর্ব্বনাশ করিলি? হায়! এই মুহূর্ত্তেই আমার মৃত্যু হইলে আমাকে আর সিংহলরাজ্যের অবসান স্বচক্ষে দেখিতে হয় না। এক্ষণে কি উপায়ে প্রিয়সখীর প্রাণরক্ষা করি, চন্দ্রকেতুর দর্শন ব্যতীত রাজকুমারীর জীবনের অন্য উপায় নাই। সুরাষ্ট্রে গমন ব্যতিরেকে

চন্দ্রকেতুর দর্শনেরও উপায়ান্তর নাই। কিরূপেই বা প্রিয়সখীকে সুরাষ্ট্রে লইয়া যাই। শুনিয়াছি সুরাষ্ট্র দেশের বণিক্‌গণ বাণিজ্য উপলক্ষে সর্ব্বদাই সিংহলে গতায়াত করিয়া থাকে। যদি দুই এক দিনের মধ্যে কোন নৌকা সুরাষ্ট্রে গমন করে, যে কোন উপায়ে হউক, সেই নৌকায় সখীকে সুরাষ্ট্রে লইয়া যাইতে পারিলে ইহার প্রাণ বাঁচাইতে পারি। পরে কি হইবে সে ভাবনা এক্ষণে দূর করিতে হইবে। কিন্তু এবেশে চেষ্টা করিলে অচিরাৎ সমস্ত প্রকাশ হইবে, কোনরূপেই সখীর মনোরথ সম্পন্ন করিতে পারিব না। পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া আমাকে এ দুষ্করকার্য্যসাধনে চেষ্টা করিতে হইবে। সখীকে আমার স্বজন বলিয়া পরিচয় দিতে হইবে। চিত্রলেখা মনে মনে এই স্থির করিয়া সখীকে বলিলেন, সুশীলে! কিয়ৎক্ষণ ধৈর্য্য অবলম্বন কর, আমাকে একবার বিদায় দে, কোন উপায় স্থির করিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিব। সুশীলা কহিলেন আসিতে বিলম্ব হইলে তোর প্রাণের সখীকে আর দেখিতে পাইবি না, যা হয় শীঘ্র আসিয়া আমাকে সম্বাদ দিস, আমি পথ চাহিয়া রহিলাম।

চিত্রলেখা উত্তর করিল, সখি! অধীর হস্ না, আমি এখনই ফিরিয়া আসিব। এই বলিয়া সখীর নিকট বিদায় লইয়া গোপনে বেশপরিবর্ত্তন করিয়া চিত্রলেখা সমুদ্র তীরে গমন করিল এবং সেখানে অনেক অনুসন্ধানের পর

জানিতে পারিল, ধনপতি নামক বণিকের নৌকা সেই রাত্রেই সিংহল হইতে যাত্রা করিবে। সে তৎক্ষণাৎ নাবিকের নিকট গমন করিয়া বলিল, ভদ্র! শুনিলাম তুমি অদ্য সুরাষ্ট্রে যাত্রা করিবে। আমি সুরাষ্ট্রবাসী লক্ষ্মীবর্দ্ধন নামে বণিকের ভৃত্য, তাঁহার সহিত এখানে আসিয়াছিলাম; প্রায় একমাস হইল আমরা বহুমূল্য দ্রব্যজাতপূর্ণ দশ খানি নৌকা সুরাষ্ট্রে পাঠাইয়াছিলাম; এবং সুরাষ্ট্র হইতে বার খানি বোঝাই নৌকা সিংহলে আসিতেছিল। আমাদের স্বামী বিশেষ লাভ প্রত্যাশায় সমস্ত সম্পত্তি ঐ সকল দ্রব্যক্রয়ে বিনিয়োজিত করিয়াছিলেন। নিতান্ত দুরদৃষ্টবশতঃ দুরন্ত ঝটিকায় সমস্ত নৌকাগুলিই মারা গিয়াছে। অদ্য সাত দিবস হইল প্রভু সর্ব্বস্বনাশের দারুণ সংবাদ পান। সেই অবধি কেমন তাঁহার চিত্তভঙ্গ হইল একেবারে আহার নিদ্রা বাক্যালাপ সমস্ত পরিত্যাগ করিলেন। তিনি পরশ্বঃ সন্ধ্যার পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছেন।

তিনি তাঁহার একমাত্র দুহিতা বসুমতীকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, নয়নের অন্তর করিতে পারিতেন না, আসিবার সময় দুহিতাকে সঙ্গে লইয়া আসেন। বসুমতী পিতৃবিয়োগে মৃতপ্রায় হইয়া জননীকে দেখিতে অতিশয় উৎসুক হইয়াছেন, অনেক বুঝাইলাম কোন মতে আর এখানে অপেক্ষা করিতে চাহেন না,

তাঁহার শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে, এমন কি আর এক দিন অপেক্ষা করিলেও তাহার বিপদ সম্ভাবনা। স্বয়ং নৌকা করিয়া যাই এরূপও সঙ্গতি নাই, ধনের মধ্যে বসুমতীর কয়েক খানি অলঙ্কার আছে, অন্য সম্পত্তি কিছুই নাই। শুনিলাম তুমি অদ্য নৌকা ছাড়িবে, যদি আমার প্রভুকন্যাকে ও আমাকে তোমার নৌকায় লইয়া যাও বিশেষ উপকৃত হই এবং তোমাকেও স্বরাষ্ট্রে যথাশক্তি পরিতুষ্ট করিব।

নাবিকেরা স্বভাবতঃ প্রায়ই লম্পটস্বভাব হয়, ধনলোভও তাহাদের বিলক্ষণ প্রবল থাকে। নাবিক-টীর নাম লম্বোদর। লম্বোদর মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, ক্ষতি কি? এমন সুযোগ কেনই ছাড়ি? বণিকের কন্যা অবশ্যই পরমসুন্দরী হইবে, তাহাকে দেখিয়াও নয়নদ্বয় সার্থক করিব। কিছু অর্থ লাভেরও সম্ভাবনা আছে, এমন সুবিধা কি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ছাড়িয়া দেয়? এইরূপ স্থির করিয়া নাবিক উত্তর করিল, ভদ্র! আমি তোমাদিগকে লইয়া যাইতে সম্মত আছি, আমার নৌকা অতি বৃহৎ, ইহার ভিতরে তিন চারিটী কুঠারি আছে, একটী স্বতন্ত্র ঘর তোমা-দিগকে ছাড়িয়া দিব। আমাকে কি দিবে সেটা পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখা ভাল, পরে গোলযোগ না হয়। আমি তোমাদিগকে অতি সাবধানে লইয়া যাইব, আমাকে কুড়িটী মুদ্রা দিতে হইবে। চিত্রলেখা তাহা-

তেই সম্মত হইল। নাবিক মনে মনে ভাবিতে লাগিল আরও কিছু অধিক চাহিলে ভাল করিতাম; যাহা হউক যা হইবার হইয়াছে, কিন্তু এখনও হাত আছে, সুরাষ্ট্রে মোড় দিয়া আরও কিঞ্চিৎ লইতে হইবে।

অনন্তর চিত্রলেখা আপনার গৃহে নিজবেশ ধারণ পূর্ব্বক ত্বরিতপদে সুশীলার নিকট গমন করিয়া দেখিল, রাজবালা পথ পানে চাহিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন। চিত্রলেখা রাজকুমারীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, প্রিয়সখি! তোর মনোরথ সিদ্ধ করিবার উপায় স্থির করিয়া আসিয়াছি, অদ্য রাত্রেই সুবর্ণপুরী পরিত্যাগ করিয়া যাত্রা করিতে হইবে। সখি! এখন কি উপায়ে তোকে গোপনে লইয়া যাই। সখি! আমার হৃদয় কাঁপিতেছে, কপালে কি ঘটিবে বলিতে পারি না। আমি পুরুষভৃত্যবেশে নাবিকের নিকট গমন করিয়াছিলাম। অনন্তর সে যে যে কৌশলে কার্য্যসিদ্ধি করিয়া আসিয়াছিল, সমস্ত আদ্যোপান্ত সুশীলাকে অবগত করিল, এবং সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, সখি! অদ্য রজনীযোগেই নাবিক নৌকা খুলিবে, গমনের উদ্যোগ কর।

সুশীলা চিত্রলেখার প্রতি যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, সখি! ধন্য তোর বুদ্ধিকৌশল! এই সুবর্ণহার তোকে পারিতোষিক দিলাম। সখি! উদ্যোগ আর কি করিব, এখন উদ্যোগ করিয়া যাই-

কাঁর সময় নহে। প্রিয়সখি! জননী দশমাস গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছেন, এতদিন অসহ্য কষ্ট ভোগ করিয়া আমাকে মানুষ করিয়াছেন, পিতা প্রাণের অধিক ভাল বাসেন, সুশীল আমাছাড়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না, কেমন করিয়া তাহাদিগের সকলকে পরিত্যাগ করিয়া যাইব? মন্মথ! তোর দুর্জ্জয় সায়কের বশবর্ত্তিনী হইয়া, জন্মদাতা পিতা, স্নেহময়ী জননী এবং প্রাণের ভাই সুশীলকেও পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্র-পরিচিত অজ্ঞাতশীল পরের উদ্দেশে দুরন্ত সাগরনীরে শরীর ভাসাইতে উদ্যত হইয়াছি; রে অনঙ্গ! তোর শরীর নাই, এ দুরন্ত বল কোথায় পাইলি? মাতঃ! এ কাল-ভুজঙ্গীকে স্তন্যদুগ্ধ দিয়া কেন পোষণ করিয়াছিলি? পরিশেষে তোরই হৃন্মর্ম্ম দংশন পূর্ব্বক তোকে দারুণ শোকবিষে জ্বর জ্বর করিয়া পলায়ন করিল! মা তুই এখন ও জানিস্ না, তোর বড় আদরের মেয়ে তোর সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে! পিতঃ, তোমার প্রাণের দুহিতা আজ তোমাকে ছাড়িয়া চলিল, এতদিন বৃথা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলে! ভাই সুশীল! তোকেও ছাড়িয়া চলিলাম! তোকে এক মুহূর্ত্ত না দেখিলে চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখিতাম! হায়! আমার সে অমায়িক সরল ভাব কোথায় গেল? ভাই, আমার জন্য অধীর হইয়া যেন জীবন হারাস না! তুই এখন জনক জননীর একমাত্র ধন রহিলি,

দেখিস্ আমাবিহনে যেন তাঁহারা প্রাণ পরিত্যাগ না করেন। ভাই, যদি তোরা প্রাণে বেঁচে থাকিস্, হতভাগিনী সুশীলা জীবিত আছে কি না, একবার অনুসন্ধান করিস্! আমি প্রাণনাথের আশায় জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইলাম। যদি তাঁর পদতলে কখন স্থান পাই তোদের অনুসন্ধান করিব নচেৎ সুশীলা জন্মের মত বিদায় হইল! রাজবালা এই বলিয়া নয়নজলে পরিপ্লুত হইয়া খেদ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রজনী উপস্থিত হইল। সুশীলা পুংবেশ ধারিণী চিত্রলেখার সহিত অতিগোপনে নৌকায় গমন করিলেন। নাবিক অনুকূল বায়ু দেখিয়া রাত্রেই নৌকা খুলিয়া দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নৌকা অনুকূল বায়ুযোগে প্রভাতের পূর্ব্বেই বহুদূর অতিক্রম করিল। নাবিক বণিক্-কন্যার দর্শন লালসায় উৎসুকচিত্তে রাত্রিশেষ প্রতীক্ষা করিতেছিল; অন্ধকার অন্তর্হিত হইবামাত্র কার্য্যব্যাজে নৌকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বসুমতী করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া বসিয়া আছেন, তাহার মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠনে ঈষৎ আবৃত থাকিয়া অরুণোদয়ে অর্দ্ধবিকসিত কমলের কমনীয় কান্তি ধারণ করিয়াছে। লম্বোদর সুশীলার সৌন্দর্য্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া একদৃষ্টে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। রাজবালা লজ্জাবশতঃ মুখ ফিরাইয়া লইলেন। নাবিক স্বস্থানে আসিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, এরূপ রূপলাবণ্য ত কখন দৃষ্টিগোচর করি নাই। ধন্য বিধাতার নির্ম্মাণ কৌশল! এরূপ সৌন্দর্য্য ত মানুষীর দেখি নাই! কমলা কি প্রসন্ন হইয়া আমার নৌকায় অদ্য অধিষ্ঠান করিয়াছেন? কল্পনার কি দৌড়! নাবিকের বোধ হইল যেন তাহার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতেছে। নাবিক ভাবিতে লাগিল দক্ষিণ বাহু নাচিতেছে কেন? বুঝি আমার কপাল ফিরিয়াছে, বোধ করি আমার জন্যই বিধাতা এই ললনা-

রত্ন পাঠাইয়া দিয়াছেন। এমন বহুমূল্য রত্ন হাতে পেয়ে কি ছাড়িতে পারি? সম্মতি পূর্ব্বক না হউক, ছলে বলে কি কৌশলে, যে রূপে হউক, এ কন্যাধন আমাকে লাভ করিতেই হইবে। আমি কিসেই বা অযোগ্য? কুৎসিত নহি, কিঞ্চিৎ রূপের ছটাও আছে, টাকাও কিছু সংগ্রহ করিয়াছি, যদ্দারা স্বয়ং বাণিজ্য করিলেও করিতে পারি; এবং লোকপরম্পরায় শুনিয়াছি, আমি প্রভু ধনপতির ঔরসজাত, সেই জন্য স্বামী আমাকে এত ভাল বাসেন, সুতরাং জাত্যংশেও নিকৃষ্ট নহি। যাহা হউক, কি উপায়ে বণিক্-কন্যার নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করি। সুন্দরী আমার পরিচয় পাইলে আমাকে কর-দান করিতে কখনই অসম্মত হইবেন না। বণিককন্যার পিতার সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়াছে, এসময়ে অর্থের লোভ দেখাইলেও আমার অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এই পাপবেটাকে কিরূপে অপসারিত করি, এ বেটা জানিতে পারিলে কখনই এ কার্য্য সম্পন্ন হইতে দিবে না। উহার মনেই বা কি আছে তাহাই বা কে জানে? যাহা হউক এক্ষণে কি উপায়ে বসুমতীর মনের ভাব অবগত হই? বণিক্কন্যা আমাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়াছিল; শুনিয়াছি এটী প্রথম অনুরাগের চিহ্ন। আমার মনোরথসিদ্ধি নিতান্ত অসম্ভব নহে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দশ দিন অতীত হইল। লম্বোদর

আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার কোনরূপ সুযোগ পাইয়া উঠিল না।

পর দিন প্রাতে চিত্রলেখা নাবিককে সম্বোধন করিয়া বলিল, ভদ্র! যে আহারীয় দ্রব্য আমাদের সঙ্গে ছিল কল্য নিঃশেষিত হইয়াছে। যদি একটা বাজার দেখিয়া আমাকে তীরে উঠাইয়া দেও, আমি কিছু ভোজনদ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিতে পারি।

লম্বোদর মনোরথসিদ্ধির অবসর বুঝিয়া একটী বন্দর পাইবামাত্র ব্যগ্র হইয়া নৌকা তীরে লাগাইল। চিত্রলেখা ও অন্যান্য নাবিকগণ আহারীয় সামগ্রী ক্রয় করিতে উপরে উঠিল। তাহারা দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলে নাবিক সুশীলার নিকট আসিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে থাকিল। সুশীলা তাহার দুষ্ট অভিসন্ধি দেখিয়া কম্পান্বিতকলেবরে মুখ ফিরাইয়া অধোবদনে রহিলেন। নাবিক অনেকক্ষণ পরে মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল, সুন্দরি! আমি জাত্যংশে নিকৃষ্ট নহি, শুনিয়াছি প্রভু ধনপতির ঔরস জাত। সেই নিমিত্ত আমার রূপেরও কিঞ্চিৎ মাধুরী আছে। স্বামী আমাকে অতিশয় ভাল বাসেন, তাঁহার অনুগ্রহে অর্থও বিলক্ষণ সঙ্গ্রহ করিয়াছি, ইচ্ছা হইলে স্বয়ংই বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি। বিধাতা বিমুখ না হইলে, বোধ করি অচিরাৎ বিশিষ্ট ধনশালী হইব। যদি অনুকম্পা করিয়া এজনের মনোরথ পূর্ণ করেন চিরকাল পদানত দাস হইয়া থাকিব।

সুশীলা নাবিকের দুরন্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বজ্রা-হতের ন্যায় অবাক্ হইয়া রহিলেন। নয়নদ্বয় হইতে দর দর বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল। রাজ-বালা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হা বিধাতঃ! তোর মনে কি এই ছিল? এই অধম জাতি নাবিক ও নিঃশঙ্কচিত্তে আমার করগ্রহণ প্রার্থনা করিতে সাহসী হইতেছে? হায়! হতভাগিনীর কপালে কত দুঃখ আছে বলিতে পারিনা। লঙ্কেশ্বরি! আপনাকে সাক্ষী করিয়া চন্দ্রকেতুর চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি, আপনাকে স্মরণ করিয়া প্রাণনাথের উদ্দেশে প্রান্তর সাগরে ভাসমান হইয়াছি, দেখিবেন যেন কলঙ্কভঞ্জনী নামে কলঙ্ক না হয়।

নাবিক বসুমতীকে তদবস্থ দেখিয়া পুনর্ব্বার বলিল, সুমুখি! ভাবিতেছ কি? শঙ্কা কি? মুকুটরত্নের ন্যায় তোমাকে মাথায় রাখিব, কিছুমাত্র ভয় করিও না, আমাকে বরণ কর, চিরকাল পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারিবে, কখনও অন্ন বস্ত্রের কষ্ট পাইবে না, রাজমহিষীর ন্যায় পরমসমাদরে রাখিব। ইত্যবসরে চিত্রলেখা ও অন্যান্য নাবিকগণ আহারীয় দ্রব্য লইয়া নৌকায় প্রত্যাগত হইল। লম্বোদর পদশব্দ শুনিবামাত্র ত্বরিতপদে স্বস্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইল, অনন্তর সকলে নৌকায় উঠিলে নঙ্গর তুলিয়া নৌকা খুলিয়া দিল।

চিত্রলেখা প্রিয়সখীর সমীপে গমন করিয়া দেখিল, রাজবালা বিরসবদনে ক্রন্দন করিতেছেন। সহচরী নৃপনন্দিনীর বিষণ্ণভাব দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সখি! কি কারণে আজ অধোমুখে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছ? জননীকে কি মনে পড়িয়াছে? পিতার জন্য কি হৃদয় চঞ্চল হইতেছে? প্রাণের ভাই সুশীলের নিমিত্ত কি অন্তঃকরণ ব্যাকুলিত হইতেছে? সখি! শীঘ্র উত্তর দিয়া আমার মনের উদ্বেগ নিবারণ কর। সুশীলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, সখি! বলিব কি, সর্ব্বনাশ উপস্থিত, বুঝি এত দিনের পর জাতি কুল মান সমস্ত হারাইতে হইল। এই বলিয়া রাজবালা নাবিকের বৃত্তান্ত সমস্ত সখীর শ্রবণ-গোচর করিলেন।

চিত্রলেখা নৃপবালার বাক্য শুনিয়া ক্ষণ কাল স্তব্ধ হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এসময় আমি হত-সাহস হইলে আর সখীকে কোন মতেই বাঁচাইতে পারিব না। পরে যাহা হউক আপাততঃ ইহাকে সাহস প্রদান কর্ত্তব্য। সে মনে মনে এই স্থির করিয়া সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, সখি! ভয় কি! এত ব্যাকুল হস্ না, নাবিক সহসা কখনই বল-প্রকাশ করিতে সাহসী হইবে না। তুই নিশ্চিন্ত থাক্ আমি বুদ্ধি-কৌশলে উহাকে ভুলাইয়া রাখিয়া তোকে নির্ব্বিঘ্নে সুরাষ্ট্রে পৌঁছিয়া দিব। আমার প্রাণ

থাকিতে তোর কোন চিন্তা নাই। সুশীলা উত্তর করি-লেন, সখি! কেবল তোকে অবলম্বন করিয়া প্রাণবল্লভের উদ্দেশে সমস্ত বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছি। দেখিস্ যেন জাতি কুল না হারাই। সখি! ইচ্ছা হইতেছে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া সমস্ত কষ্ট নিবারণ করি, আর বৃথা আশ্বাসে কায নাই, নাবিকের ভাব দেখিয়া আমি হত-জ্ঞান হইয়াছি, আর এক মুহূর্ত্তও প্রাণ রাখিতে ইচ্ছা হইতেছে না। সখি! কি অশুভক্ষণেই গৃহ হইতে পা বাড়াইয়াছিলাম? কপালে কি আছে বিধাতাই জানেন। সখি! তোর ভরসাতেই বাটী হইতে বাহির হইয়াছি; দেখিস্ যেন জাতি কুল না হারাই। চিত্রলেখা বলিল, সখি! নিশ্চিন্ত থাক্, আমার প্রাণ থাকিতে তোর কোন ভাবনা নাই।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল। নাবিক মনোরথ-সিদ্ধির অন্য উপায় না দেখিয়া পরিশেষে চিত্রলেখাকে বিনষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিল। এক দিন চিত্রলেখা রাত্রে নিদ্রিত শয়ন করিয়া আছে, দুরভিসন্ধি নাবিক তাহাকে তদবস্থ সমুদ্র-জলে নিক্ষেপ করিল। সহচরী চিরকালের মত সাগরগর্ভে প্রবিষ্ট হইল।

চিত্রলেখা প্রতিদিন গাত্রোত্থান করিবামাত্র সুশী-লার নিকট গিয়া তাহাকে জাগরিত ও আশ্বাসিত করিতেন। সেদিন সুশীলা নিদ্রাভঙ্গ হইলে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আজ প্রিয়সখী এখনও আসি-

ঠেছে না কেন? সখী উঠিতে কখনও এত বেলা হয় না, সে প্রভাত হইবা মাত্র প্রথমেই আমার নিকট আসিয়া আমাকে জাগরিত করে। আজ প্রিয়সখী কেন বিলম্ব করিতেছে? নাবিকের দুরভিপ্রায় ভাবিয়া আমার হৃদয় কম্পমান হইতেছে, এ অবস্থায় সখীকে হারাইলে আর আমার নিস্তার নাই। দক্ষিণ নয়ন স্পন্দিত হইতেছে কেন? বিধাতা কপালে আরও কি ঘটাইবেন বলিতে পারি না। হা বিধাতঃ! এখনও কি তোর মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই? সুশীলা এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে নাবিক তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অম্লান-বদনে বলিয়া উঠিল, সুনয়নি! আর ভাবিতেছ কি? তোমার সে চাকর বেটাকে কল্য রাত্রে নিকাশ করিয়াছি। ভয় কি? ভাবনা দূর কর, আমি তোমার ভৃত্য, সম্মুখে দণ্ডায়মান আছি, যখন যে আজ্ঞা করিবেন অবিলম্বে সম্পাদন করিব। সুলোচনে! আমার প্রতি একবার সুলোচনে দৃষ্টিপাত করুন; এ ভৃত্য চিরকালের মত চরিতার্থ হউক। সুন্দরি! আমাকে নিতান্ত সামান্য জ্ঞান করিও না, নিতান্ত নিঃস্ব বিবেচনা করিও না। দশসহস্র মুদ্রা এই সিন্ধুকে সংগৃহীত আছে, দ্বিতীয় সিন্ধুকে বহুমূল্য অনেক টাকার বস্ত্রাদি আছে; বহুকষ্টে এ সমস্ত সংগ্রহ করিয়াছি, এ সমস্তই তোমার। এই সিন্ধুকের চাবি দুইটী লও, এ ভৃত্যের প্রতি একবার অনুকূল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জীবন দান কর।

সুশীলা নাবিকের মুখে দারুণ বাক্য শ্রবণ করিবা-মাত্র মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলেন। নাবিক শশব্যস্ত হইয়া তালবৃন্ত আনয়ন পূর্ব্বক দূর হইতে বাতাস করিতে লাগিল। কিন্তু সতীত্ব ধর্ম্মের অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য বলেই হউক, নাবিকের স্বীয় হীন-জাতিত্ব বোধেই হউক, দুর্ব্বৃত্ত লম্বোদর সহসা সুশীলার সমীপে গমন করিতে কিম্বা তাহার গাত্রস্পর্শ করিতে সাহসী হইল না। অনেক ক্ষণ পরে রাজবালার চেতনা হইলে তাহার নয়নহইতে অবিশ্রান্ত বারিধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। নৃপ-নন্দিনী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে পারেন না, একদিকে দুঃসহ সখী-শোক, এদিকে বর্ত্তমান আসন্ন বিপদ্ তাঁহার হৃদয়কে জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। জীবনের সুদৃঢ় বন্ধন বশতই হউক, সতীত্ব ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রদর্শনার্থই হউক, দুরাচারের সমুচিত শাস্তি প্রদান জন্যই হউক, নৃপনন্দিনী প্রাণে বিযুক্ত হইলেন না। দুরাচার নাবিক কুমারীর এই অবস্থা দেখিয়া ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া রহিল, কিন্তু তথাপি আপনার দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করিতে পারিল না। দুর্ব্বৃত্ত কিয়ৎক্ষণ পরে সুশীলাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, সুন্দরি! অদ্য সমস্ত দিন তোমাকে বিবেচনা করিতে সময় দিলাম, সন্ধ্যার পর আমার মনে যা আছে সম্পাদন করিব। এই বলিয়া লম্বোদর সুশীলার নিকট হইতে যথাস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

অনাথা, অশরণা, দীনহীনা, নিরুপায়া নৃপবালা এই নিদারুণ দুরবস্থায় পতিত হইয়া কপালে করাঘাত পূর্ব্বক মনে মনে খেদ করিতে লাগিলেন :—

নৃপবালা হইয়া অধীর,
অনিবার নেত্রে বহে নীর,
শিরে করাঘাত করে, মুখে নাহি বাক্ সরে,
সখী-শোকে অবশ শরীর ॥

একাকিনী একি ঘোর দায়,
কোন দিকে না দেখি উপায়,
দুরন্ত নাবিক তায়, সতীত্ব নাশিতে ধায়.
একমাত্র কৃতান্ত সহায় ॥

পোড়া বিধি! কি দোষে বিগুণ,
দিলি মোর কপালে আগুণ,
কি দোষ করিনু তোর, বিপদ ঘটালি ঘোর,
হায় বিধি! একি তোর গুণ ॥

চন্দ্র মোর হৃদয় আকাশে,
পূর্ণ ভাবে সতত বিকাশে,
তবু কেন অন্ধকার, দেখিতেছি অনিবার,
সখী-শোক ঘেরিয়াছে পাশে ॥

হায়, মম প্রাণ-সহচরি!
কোথা গেলি, সখি! পরিহরি

আমায় প্রান্তর মাঝে, এই কি লো তোর সাজে ?;
দিলি শেল হৃদয় বিদরি ॥

হায়! বিদীর্ণ হয় হৃদয়,
কিন্তু দ্বিখণ্ডে খণ্ডিত নয়,
মোহে মানস বিকল, তবু চেতনা সবল,
তনু দহে ভস্ম নাহি হয় ॥

প্রহরিছে বিধাতা নিঠুর,
ভেদি মর্ম্ম জীবনান্তঃপুর,
জীবনে নাহি বিনাশে, কুটিল বল প্রকাশে;—
সখী এবে পলাল সুদূর ॥

তুই বলে ছিলি, সহচরি!
"ভয় কি লো তোর ও সুন্দরি!
জীবন থাকিতে মোর, কার সাধ্য আছে তোর,
ধরে প্রাণ, ছায়াস্পর্শ করি ॥"

এবে সে আশ্বাস-অবসান,
বুঝি যায় জাতি-কুল-মান,
সখি! আয় একবার, তোকে ডাকি বার বার,
দেখা দিয়া জুড়া লো পরাণ ॥

মোরে ছাড়িলি কিসের তরে,
তোর সঙ্গবলে ভর করে,
ত্যজিলাম পিতা মাতা, কাটিয়া স্নেহ মমতা
ত্যজিলাম প্রাণ-সহোদরে ॥

দিলি তার সমুচিত ফল,
তোর শোকে হৃদয় বিহ্বল,
একবার না বলিয়া, সু-মুখে না সুধাইয়া,
পাশরিলি মায়ার শৃঙ্খল!

সখি! আর কি দেখিব তোরে,
ক্রোধে তুই বলেছিলি মোরে,
আগে আমায় মারিবি, তুই নিজেও পুড়িবি,
সেই শাপ আজি ফলিল রে॥

পিতৃদেবে কেন না বলিলাম,
তোর কথা কেন না শুনিলাম,
গুপ্ত কাযে দোষ নানা, তোর না শুনিয়া মানা,
শেষে ভোগ চরম ভুগিলাম॥

এক দিন কথায় কথায়,
তাত! মাতা বলেন তোমায়,
"বাসনা সুশীলা-রত্নে, ভূষিত করিয়া যত্নে,
দিই নাথ! চন্দ্রের গলায়॥"*

পিতঃ! তাহে তুমি ক্রোধভরে,
মাকে কত তিরস্কার করে,
বলেছিলে "কুলমান, ত্যজিয়া, কি ছার প্রাণ;
কথা দিয়া অন্যথা কে করে॥"

আজি ফণি হারা সেই রত্ন,
হায়! যে সে পেতে করে যত্ন,

যত্ন কেন করে বল, যে৷ দশা হলে দুর্ব্বল,
পোড়া ভালে সবাই সপত্ন ॥
করি-কুম্ভে স্থিত মুক্তা, কার,
মৃগরাজ বিনা অধিকার;
কুম্ভচ্যুত সে মুক্তায়, শবর লইতে ধায়,
সেই দশা ঘটেছে আমার ॥

মাগো! তোর ঘর সোহাগিনী,
দেখে যা রে এবে কাঙ্গালিনী,
অনাথিনী পড়ে আছে, মুখ তার শুখা'য়াছে,
কেহ না জিজ্ঞাসে গো জননি!

আমা বিনা প্রাণ সম ভাই
কি করিছে, কাহারে সুধাই,
ওরে নিদারুণ মন, ত্যজি সকল স্বজন,
না ভাবিলি কোথা পাবি ঠাঁই ॥

এক চন্দ্রপাদ ভরসায়,
তুই সকল করিলি সায়,
রেখো নাথ! শ্রীচরণে, রেখো কুলমানধনে,
নামে কেহ কলঙ্ক না গায় ॥

তোমা বিনা অন্য নাহি জ্ঞান,
তুমি মোর প্রাণের পরাণ;
তব নাম অঞ্চলে বাঁধা, আছ হে হৃদয়ে গাঁথা,
কর এ বিপদে পরিত্রাণ ॥

নৃপনন্দিনী বাহ্যসংজ্ঞা-শূন্য হইয়া মনে মনে অবিচ্ছেদে খেদ করিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলার অবসান হইয়া আসিল। নৃপবালা একান্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন, পিঞ্জরবদ্ধ সিংহীর ন্যায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন, এবং কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন—হায়! এক্ষণে কি করি, প্রাণত্যাগ ব্যতীত সতীত্ব রক্ষার উপায়ান্তর নাই, প্রাণ পরিত্যাগেরও কোন উপায় সন্নিহিত দেখিতেছি না। সঙ্গে বিষ নাই পান করিয়া সকল কষ্ট নিবারণ করি, অস্ত্র নাই সুকুমার গলদেশে যত্নে ধারণ করি, জলেও ঝাঁপ দিবার যো নাই। হা বিধাতঃ! আমাকে এত পরাধীন করিয়াছ যে মরিবারও স্বতন্ত্রতা নাই! হা প্রিয়সখি! তুই কি এই মনে করিয়া আমাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়াছিলি? হায়! এখন কি উপায়ে পোড়া জীবনের অবসান করি। দুরভিসন্ধি নাবিক তার দ্রব্যজাতপূর্ণ সিন্ধুক দুটী আমার নিকট রাখিয়াছে। চাবি দুইটীও দুর্বৃত্ত এখানে রাখিয়া গিয়াছে। অবশ্যই দুরাচারের সিন্ধুকে অস্ত্র থাকিতে পারে। রাজনন্দিনী এইরূপ ভাবিয়া পতিত চাবি দুইটীর একটী গ্রহণ করিয়া অন্যতর সিন্ধুক খুলিয়া দেখেন, এক বৃহৎ শাণিত ছুরিকা দুরাত্মার সিন্ধুকে ঝক্‌মক্ করিতেছে। নৃপতনয়া অমনি উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন—আয় আয় আয় ছুরিকে! আয় আয় আয় প্রিয়সখি! তুই কি আমার প্রিয়সখী—এতক্ষণ সিন্ধুকের ভিতর লুকাইয়াছিলি?

আয়, সখি! একবার কণ্ঠে গাঢ় আলিঙ্গন কর, আমি জন্মের মত বিদায় লই। সখি! এতক্ষণ আমায় দেখা দিস্ নাই কেন? আয় আমার সকল দুঃখের শেষ কর। এই বলিয়া রাজবালা অচেতনপ্রায় উন্মত্তের ন্যায় ছুরিকা গ্রহণে উদ্যত হইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার সহসা জ্ঞান হইল, যেন প্রবল বায়ুবলে নৌকা টল টল করিতেছে। "সামাল, সামাল, হাল . দক্ষিণদিকে চাপিয়া ধর, হায়! সর্ব্বনাশ হইল, সর্ব্বনাশ হইল, নৌকা আর রাখা যায় না, নৌকা ডুবিল, ডুবিল, এক্ষণে সকলে আপন আপন দেবতার নাম লও।" এইরূপ নাবিকগণের আর্ত্তকোলাহল নৃপকুমারীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল।

ইতিপূর্ব্বেই ঘোরতর মেঘমালা নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়াছিল; প্রলয়-কালীন-সম ভীষণ বায়ু সন্ সন্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছিল; মুষলধারায় অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টিধারা পড়িতেছিল। নৃপবালা একেবারে চেতনা-শূন্য হইয়া খেদ করিতেছিলেন কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই; এক্ষণে দ্বার খুলিয়া দেখেন চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারময়, কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবল ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভার আলোক এক একবার চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিতেছে।

হায়! আশার কি বলবতী মোহিনী শক্তি! এই আশার প্রভাবে মানবগণ নীলবর্ণ মৃত্যুমুখেও জীবনের

জ্যোতিষ্মতী সুবর্ণরেখা নিরীক্ষণ করে। এই আশা ভিক্ষুকের পর্ণকুটীরে শকুকলসমধ্যে রাজত্বডিম্ব প্রসব করে। এই আশার আলয়ে চিরবন্ধ্যা শূন্যক্রোড়ে কার্ত্তিকেয়ের মুখ চুম্বন করে। এই আশার হস্তাবলম্বে চিরবিরহিণী প্রাণনাথের শূন্যভবনে নীত হইয়া তাহার মধুময় সমাগম সম্ভোগ করে। এই আশা-দর্পণে নিরীক্ষণ করিলে বিষমস্থলকেও সমতল, কণ্টকময় প্রদেশকেও শষ্পসুকোমল, কঙ্করময় বিভাগ-কেও রত্নময় এবং ভূগর্ভমাত্রকেই যেন হীরকাদিপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই আশা দুর্জ্ঞেয় ভবিষ্যৎকে কি রমণীয় পদার্থ করিয়া রাখিয়াছে—কেমন কাম্পনিকী সুখপরম্পরায় শোভিত করিয়া সকলের হৃদয় অপহরণ করিতেছে। ধন্য আশার মোহিনী শক্তি! ধন্য বিধা-তার সৃষ্টিকৌশল!

নাবিকদিগের এই নিদারুণ বিপদ্ বিধি-প্রেরিত বিবেচনা করিয়া রাজকুমারীর হৃদয়ে জীবনাশা পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। চন্দ্রকেতু-সমাগম-আশাও তাঁহার চিত্তকে এক একবার ঈষৎ বিকাশিত করিতে লাগিল। নৌকা জলমগ্ন হইলে তিনি নাবি-কের বস্ত্রাদিপূর্ণ সিন্ধুকটী অবলম্বন করিয়া সমুদ্রে ভাস-মান হইলেন। সিন্ধুকটী পশ্চিম বায়ুবেগে ক্রমে তীরে উৎক্ষিপ্ত হইল। রাজনন্দিনী অনেকক্ষণ সাগরজলে তদবস্থ থাকিয়া অচেতনপ্রায় হইয়াছিলেন, তাঁহার

শরীর অশান হইয়া গিয়াছিল, বহুক্ষণ পরে তিনি সম্যক্ চেতনা পাইলেন, শরীরেও কিঞ্চিৎ বলাধান বোধ হইল। রাজবালা দেখিলেন, ঝটিকা শান্ত হইয়াছে, কিন্তু মেঘমালা এখনও গগনমণ্ডল আবৃত করিয়া আছে, রজনী উপস্থিত হইয়াছে। এ অবস্থায় অন্য উপায় না দেখিয়া কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিয়া তিনি সিন্ধুকের উপর শয়ান রহিলেন। মধ্যে মধ্যে বন্য জন্তুর ভীষণ রব তাঁহার হৃদয় কম্পিত করিতে লাগিল। নৃপকুমারী দুরন্ত নাবিকের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া এ বিপদ সামান্য গণনা করিলেন। প্রাণনাশের ভাবনায় তাঁহাকে কাতর করে নাই। তিনি এখন ভাবিতে লাগিলেন, যদি বিধাতার প্রসাদে কল্য প্রাতে জীবিত থাকি, কি উপায়ে প্রাণনাথের শ্রীচরণ দর্শনের চেষ্টা করিব। বোধ করি সুরাষ্ট্র এখান হইতে অধিক দূর নহে, কিন্তু আমি কখন গৃহহইতে বাহির হই নাই, কি করিয়া পথিমধ্যে একাকিনী সঞ্চরণ করিব? অথবা আবশ্যক হইলে বা বিপদে পড়িলে শরীরে সকল কষ্টই সহ্য হয়। সুকুমারী দময়ন্তী প্রাণপতি নলের জন্য কি কষ্ট না ভোগ করিয়াছিলেন। সত্যবানের নিমিত্ত সাবিত্রীর ক্লেশ সমস্ত জগৎ অবগত আছে। রঘুনাথের বিরহে সুবর্ণপ্রতিমা সীতার দারুণ যন্ত্রণা ত্রিভুবনে বিশ্রুত রহিয়াছে। শিবের পরিণয় কামনায় কোমলাঙ্গী পার্ব্বতীর

কঠোর কৃচ্ছ্র স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। সতীত্ব রত্ন অঞ্চলে বাঁধিয়া প্রাণনাথের নাম হৃদয়ে গাঁথিয়া সাহসভরে সেই পদের অন্বেষণে পথে পথে বেড়াইব, বোধ করি কখনই বিপদ ঘটিবে না। যাহা হউক, স্ত্রীবেশে পথে সঞ্চরণ যুক্তিসিদ্ধ নহে। সখী যেরূপ পুরুষবেশ ধারণ করিয়া আমার মনোরথ সিদ্ধির সোপান নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন আমাকেও সেইরূপ নপুংসকের বেশে অভীষ্ট সাধনের চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু এক এক বার ভয় হয় পাছে নাথ ক্লীবের দর্শন অমঙ্গল বলিয়া আমার মুখ সন্দর্শনে ঘৃণা করেন। তথাপি আমার বদনের শোচনীয় কোমল ভাব দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে কি করুণার সঞ্চার হইবে না? বেশ পরিবর্ত্তন ব্যতীত কামনা সাধনের উপায়ান্তর দেখিতেছি না। কিন্তু আত্মগোপনের বেশ কোথায় পাইব? দুশ্চরিত্র নাবিকের এই সিন্ধুকে অনেক বস্ত্রাদি আছে দেখিয়াছিলাম, নিশাবসানে একবার খুলিয়া দেখিব যদি আমার এক্ষণকার উপযুক্ত পরিচ্ছদ উহার ভিতর থাকে।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে সুশীলা সিন্ধুক খুলিয়া অনেক খুজিয়া মনের মত এক সুট্ বস্ত্র পাইলেন। রাজকুমারী সেই পরিচ্ছদটা পরিধান করিয়া তিন চারি খানি মাত্র অপর বস্ত্র সঙ্গে লইয়া চন্দ্রকেতুর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন, এবং কিয়দ্দূর সমুদ্রতীর দিয়া গমন

করিয়া দূর হইতে একটী নগরের প্রান্ত দেখিতে পাইলেন। সেই নগরাভিমুখে গমন করিতে করিতে তিনি পথি-মধ্যে এক জন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্র! এখান হইতে সুরাষ্ট্র নগর কত দূর হইবে? সে ব্যক্তি উত্তর করিল সুরাষ্ট্র নগর এখান হইতে অধিক দূর নহে, চারি ক্রোশের অধিক হইবে না, ঐ যে গ্রামটী দেখিতে পাইতেছ উহার ডাইনদিক দিয়া বরাবর এই রাস্তা ধরিয়া চলিয়া যাও, বেলা দেড় প্রহরের মধ্যেই সুরাষ্ট্রে পৌঁছিতে পারিবে। নৃপবালা আস্তে আস্তে চলিয়া প্রায় তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলেন।

এদিকে বেলা প্রায় দুই প্রহর হইয়া উঠিল। রাজ-নন্দিনী আর চলিতে পারেন না, একে গ্রীষ্মকাল তাহাতে মধ্যাহ্ন সময়। উষ্ণরশ্মি কিরণচ্ছলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতেছেন। পথে আর পা দেওয়া যায় না। বালুকারাশি প্রখর বায়ুবেগে উত্থিত হইয়া পথিকগণকে দগ্ধ করিতেছে। কোন দিকে জল-বিন্দু নিরীক্ষিত হয় না, কেবল মৃগতৃষ্ণিকা-ভ্রান্ত পান্থ বর্গ ক্ষণে ক্ষণে প্রতারিত হইতেছে। গাভিকুল শুষ্ক-কণ্ঠে বিরল পাদপচ্ছায়ায় শয়ান হইয়া দীর্ঘশ্বাস পরি-ত্যাগ করিতেছে। রাখালগণ গ্রীষ্মে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া গাভিগণের ক্রোড়েই বৎসের সহিত শয়ন করিয়া আছে। ফণী ফণতলে নিষণ্ণ ভেকের হিংসা করি-তেছে না। মৃগগণ পিপাসায় কাতর হইয়া তিগ্মাংশুর

তৃষ্ণাময়মরীচিকায় জলভ্রমে বনান্তরে ধাবমান হইতেছে। বরাহযূথ ভূতলে আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া কর্দ্দমাবশিষ্ট পল্বল-বিদারণচ্ছলে পাতালে প্রবেশ করিতেছে। অসূর্য্যম্পশ্যা রাজবালা পিপাসায় শুষ্কতালু ও মৃত-প্রায়া হইয়া পথিমধ্যে একটী দোকানে বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ ছায়ায় বসিয়া তাঁহার কিঞ্চিৎ ক্লান্তি দূর হইল। রাজকুমারী অতিযত্নে কয়েকটী মুদ্রা সঙ্গে রাখিয়া-ছিলেন, তাহার একটী টাকা ভাঙ্গাইয়া দোকানির নিকট কিছু মিষ্টান্ন ক্রয় করিলেন, এবং হস্ত পাদাদি প্রক্ষালন করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেন। অনন্তর তিনি ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া দোকানিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্র! এখান হইতে সুরাষ্ট্র কতদূর হইবে। দোকানি উত্তর করিল, সুরাষ্ট্র এখান হইতে অধিক দূর নহে, এক ক্রোশের কিছু অধিক হইবে। আপনি এখন বিশ্রাম করুন, রৌদ্র পড়িলে এখান হইতে বাহির হইলে সন্ধ্যার সময়েই সুরাষ্ট্রে পৌঁছিতে পারিবেন। দোকানি পথিকের অলৌকিক লাবণ্য দর্শনে মনে মনে নানারূপ বিতর্ক করিতে লাগিল, কিন্তু সাহস করিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

সুশীলা বেলার অবসানপ্রায় হইলে দোকান হইতে উঠিয়া সুরাষ্ট্রের অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং সন্ধ্যার পরেই তথায় উপনীত হইলেন। তিনি এক্ষণে সুরাষ্ট্রে উপস্থিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগি-

লেন, অনেক বিপদের পর সিংহলেশ্বরীর প্রসাদে আজ প্রাণবল্লভের পুরে পৌঁছিলাম, এখন রাত্রে কোথায় থাকি, নগরের কিছুই জানি না, কাহাকেও চিনি না, একাকিনী বাজারের দোকানেও থাকিতে সাহস হয় না, পুরবাসিগণের ও আচার, ব্যবহার, চরিত্র কিছুই অবগত নহি। যাহা হউক কোন গৃহস্থের ভবনেই আজ রাত্রি কাটাইতে হইবে। নৃপনন্দিনী এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে গমন করিতেছেন, পথের পার্শ্বে একটী গৃহস্থের মত বাটী দেখিতে পাইলেন, এবং দেখিলেন ঐ বাড়ির বাহিরের ঘরে এক জন বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। তিনি দ্বারের নিকট দাঁড়াইতেই বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে? কি নিমিত্তই বা দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছ? সুশীলা উত্তর করিলেন মহাশয়, আমি নিতান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া আপনার দ্বারস্থ হইয়াছি, যদি আজ রাত্রে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটু আশ্রয় প্রদান করেন বিশেষ উপকৃত ও চিরক্রীত হই।

বৃদ্ধ পথিকের বিনয় বাক্যে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, ভদ্র! তোমার নিবাস কোথায়? নাম কি? কি জাতি? এবং কি কারণেই বা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছ? সুশীলা উত্তর করিলেন, মহাশয়! আমার নিবাস অনেক দূর, সেতুবন্ধ রামেশ্বরের নিকট আমার পিতামাতার বাসস্থান, আমি ক্ষত্রিয় সন্তান, আমার নাম সুভাবী. বিধাতার বিড়ম্বনায় নপুংসক হইয়া ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করি-

য়াছি। পিতা মাতা অকর্ম্মণ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাল্যকাল অবধি সঙ্গীতশাস্ত্রে আমার অনুরাগ জন্মে, সঙ্গীত কিঞ্চিৎ অভ্যাসও করিয়াছিলাম। আমি এক দিবস নিরাশ্রয় সমুদ্রকূলে ভ্রমণ করিতেছিলাম, একজন বণিক আমারই ভাগ্যক্রমে তীরে উঠিয়াছিলেন। তিনি আমার সঙ্গীত শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে সঙ্গে লইয়া সুরাষ্ট্রে আনিতেছিলেন, কল্য রাত্রে তাঁহার নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে। হতভাগা আমার মরণ নাই, চিরকাল কষ্টভোগ করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, আমি অবশেষে কূল পাইলাম, পরমকৃপালু বণিকের কোন অনুসন্ধান পাইলাম না। শুনিয়াছি সুরাষ্ট্ররাজকুমার চন্দ্রকেতুর গীতবিদ্যায় বিশেষ অনুরাগ আছে, ইচ্ছা হয় কল্য তাঁহার সহিত একবার দেখা করি, এবং যদি তিনি অনুকম্পা করিয়া নিকটে রাখেন আমার নিতান্ত অভিলাষ চিরকাল তাঁহার অধীনে থাকিয়া তাঁহারই সেবায় কালযাপন করি।

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, ভদ্র! ঘরের মধ্যে আসিয়া বস, তোমার কোন চিন্তা নাই, আমরাও ক্ষত্রিয় জাতি। আমার গৃহে অদ্য কেন, যত দিন তোমার ইচ্ছা হয় আপনার গৃহের মত বাস কর, আপন সন্তানের ন্যায় তোমাকে যত্ন করিব। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজসরকারে কর্ম্ম করে, সে শতসৈনিকের কর্ত্তৃত্বপদে অধিকৃত

আছে। রাজকুমার তাহাকে অতিশয় ভাল বাসেন, আমার সেই পুত্রের সহিত তোমাকে কল্য চন্দ্রকেতুর নিকট পাঠাইয়া দিব, এবং যাহাতে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হয় তদ্বিষয়ে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। ভদ্র! চন্দ্রকেতু তোমার মধুর ভাব, বিনয় ও সৌজন্য দর্শন করিলে তোমাকে পরম সমাদরে যাবজ্জীবন নিকটে রাখিবেন। বিশেষতঃ গীতবিদ্যায় তোমার নিপুণতা দেখিলে রাজকুমার তোমাকে প্রাণের অধিক ভাল বাসিবেন। নৃপতনয় গীতবিদ্যায় অতি সুরসিক। এবং বোধ করি শুনিয়া থাকিবে, চন্দ্রকেতু দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে কর্ণাটরাজকে পরাজয় করিয়া তাঁহার পরম রূপবতী কুমারী চন্দ্রকুমারীকে বন্দী করিয়া আনিয়াছেন। চন্দ্রকুমারীর অনুরাগে রাজকুমার উন্মত্ত-প্রায় হইয়াছেন, কিন্তু কর্ণাটরাজনন্দিনী কোন মতেই পিতৃশত্রু চন্দ্রকেতুকে করদান করিতে সম্মত হইতেছেন না। রাজতনয় তাঁহার সম্মতিলাভের জন্য অনেক চেষ্টা পাইতেছেন, কোন রূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। যদি তুমি কোন উপায়ে চন্দ্রকুমারীর সহিত চন্দ্রকেতুর বিবাহ ঘটাইয়া দিতে পার, কুমার তোমার চিরক্রীত থাকিবেন। সুশীলা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এ মন্দ কায নহে, এই জন্যই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সিংহল হইতে সুরাষ্ট্রে আসিয়াছি। কপালে আরও কি আছে বলিতে পারি

নয়। কন্দর্পরাজের মনে কি আছে তিনিই জানেন। রে কন্দর্প! তোর কি দিক্ বিদিক্ জ্ঞান নাই? এমনি করে কি লোকের মন মজাতে হয়? এরূপ চতুরালী কোথায় শিখিয়াছিলি?

বৃদ্ধ বলিলেন বৎস! তোমার শরীর অত্যন্ত ক্লিষ্ট দেখিতেছি, কিছু ভোজন করিয়া অদ্য শয়ন কর। কল্য প্রাতেই রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎকারের উপায় করিয়া দিব। ছদ্মবেশিনী রাজনন্দিনী আহারান্তে সেই বাহিরের ঘরেই একাকিনী শয়ন করিয়া রহিলেন।

পর দিন প্রভাতে সিংহলরাজবালা গাত্রোত্থানান্তর মুখপ্রক্ষালনাদি সমাপন করিয়া বৃদ্ধের জ্যেষ্ঠ তনয়ের সহিত রাজভবনে গমন করিলেন। চন্দ্রকেতু বৈঠক-খানায় বসিয়াছিলেন, বৃদ্ধের তনয় নিকটে গিয়া প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন করিল, কুমার! কল্য রাত্রে এক জন পথিক আমাদের গৃহে আসিয়াছে,এরূপ মধুর রূপ আমি কখন দেখি নাই। দুঃখের বিষয় পথিক নপুংসক। গীত বিদ্যায় ইহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে, এমন মধু-মাখা স্বর কখন শুনি নাই। পথিক দ্বারে দণ্ডায়মান আছে, যদি আজ্ঞা হয় আপনার নিকট লইয়া আসি। অনন্তর কুমারের আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্রে বৃদ্ধের পুত্র পথিককে চন্দ্রকেতুর নিকট আনয়ন করিল।

রাজতনয় পথিকের রূপ ও সুকুমার ভাব দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ক্ষণকাল নির্নিমেষনয়নে তাহার পানে চাহিয়া

রহিলেন, অনন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন ভদ্র! তোমার, নাম কি? নিবাস কোথায়? কি নিমিত্তই বা আমার নিকট আসিয়াছ? পথিক বৃদ্ধের নিকট যেরূপ আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন রাজকুমারের নিকট সেই সমস্ত অবিকল বলিলেন। অনন্তর তিনি বিনীত বচনে নিবেদন করিলেন, কুমার আমি নিতান্ত বিপদ্‌-গ্রস্ত, আপনার শ্রীচরণে শরণ লইয়াছি, যদি অনুগ্রহ করিয়া পদতলে একটু স্থান দেন, চিরকাল অধীনভাবে আপনার সেবা করিব, এবং যখন যে আদেশ করি-বেন তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিব। নাথ! সঙ্গীত-শাস্ত্রেও আমার সামান্য যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে, যদি তদ্দ্বারা আপনার কিঞ্চিন্মাত্রও সন্তোষ জন্মাইতে পারি আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব। কিন্তু আমার একটী নিবেদন আছে, আমি ক্ষত্রিয়বংশজাত, আপনার সামান্য পরিজনের মধ্যে থাকিতে পারিবনা, আমাকে একটু স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট স্থান দিতে হইবে। রাজতনয় পথিকের বিনয় বচনে মুগ্ধ এবং তাহার দীনতাদর্শনে কৃপালু হইয়া বলিলেন, ভদ্র! আমার নিকট থাক, তোমাকে অতিযত্নে রাখিব এবং স্বতন্ত্র স্থানই তোমার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিব। কিন্তু আমি যখন যে আদেশ করিব তৎক্ষণাৎ প্রতিপালন করিতে হইবে। অন্যথা করিলে তোমার সমুচিত দণ্ড করিব। সুশীলা যে আজ্ঞা বলিয়া রাজকুমারের সেবায় ব্যাপৃত রহিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুশীলা আত্মপ্রকাশ শঙ্কায় সর্ব্বদাই শঙ্কিত-চিত্ত থাকেন, বাহিরে সকলের নিকট হৃষ্টভাব প্রকাশ করেন, এবং অতি প্রত্যূষেই স্নানান্ত সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত করিতে অভ্যাস করিলেন। এইরূপে প্রায় এক মাস অতীত হইল। অনন্তর এক দিন চন্দ্রকেতু সুশীলাকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, সুভাবিন্! শুনিয়া থাকিবে, আমি কর্ণাটরাজকুমারী চন্দ্রকুমারীকে বন্দী করিয়া আনিয়াছি। নৃপবালা একেবারে আমার মন অপহরণ করিয়াছে, আমি তাহার জন্য উন্মত্তপ্রায় হইয়াছি। কাহারও সহিত আলাপ করিয়া মনের প্রীতি হয় না, নিদ্রা নয়নদ্বয়কে এককালে পরিত্যাগ করিয়াছে, আহারে রুচি নাই, বলিব কি, কোন বিষয়েই প্রবৃত্তি হয় না; কেবল সেই মধুর রূপ সর্ব্বদাই সমক্ষে দেখিতেছি। কিন্তু তথাপি কোন উপায়েই তাহার কঠিন হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিতেছি না। যদি তুমি কোন কৌশলে চন্দ্রকুমারীর অন্তঃকরণ আমার প্রতি অনুরক্ত করিয়া দিতে পার, চিরকালের মত আমাকে কিনিয়া রাখ। সিংহলরাজবালা সবিনয়ে উত্তর করিলেন, নাথ! দাসজনের প্রতি এমন কথা বলিলেন না। আপনার

প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত আমি জীবন দানেও পৃষ্টপাদ নহি। আপনি যে আদেশ করিবেন প্রাণ পণে সম্পাদন করিতে যত্ন করিব। আজ হতেই দুবেলা চন্দ্রকুমারীর নিকট গতায়াত করিব এবং আপনার মনোরথ সাধনে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিব। আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহদৃষ্টি থাকিলেই আমি আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিব। নাথ! আমার অধিক আশা নাই।

সুশীলা এই বলিয়া চন্দ্রকেতুর নিকট বিদায় লইয়া স্বস্থানে আগমন করিলেন, এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এক্ষণে দূতীগিরি কিরূপে করিব। আমি রাজবালা, চিরকাল অন্তঃপুরবাসিনী, কেমন করে লোকের মন ভুলাইতে হয় কিছুই জানি না, যদি তাহাই জানিতাম অবশ্যই প্রাণনাথের মন ভুলাইতে পারিতাম। যাহা হউক চন্দ্রকুমারী কি মায়ায় আমার প্রাণবল্লভকে বশ করিয়াছে অন্ততঃ সেটীও তাহার নিকট শিখিতে পারিব, সেটীও আমার উপকারে আসিতে পারে। হায়! কপালে এত আছে জানিলে সখীর নিকট দূতীর কায কিঞ্চিৎ শিখিয়া রাখিতাম। এক্ষণে যে কোন উপায়েই হউক প্রাণনাথের মনোরঞ্জন আমার একমাত্র ব্রত। সেই ব্রত পালনের নিমিত্ত কি দাসীবৃত্তি, কি দূতী-বৃত্তি, কি চাণ্ডালীবৃত্তি, কি হাড়ীবৃত্তি, সকলই আমাকে

আহ্লাদের সহিত শিরোধার্য্য করিতে হইবে। যত দিন এ ব্রত সাঙ্গ করিতে না পারি তত দিন আমাকে অতি কঠোর কৃচ্ছ্রও সহ্য করিতে হইবে, যদি এত তপস্যার পরেও হৃদয়নাথের চরণে স্থান পাই। কিন্তু এক এক বার ভয় হয় পাছে আমা হইতেই চন্দ্র-কুমারীর মন প্রাণনাথের চরণে অবনত হয়।

অনন্তর সিংহলরাজনন্দিনী অপরাহ্নে চন্দ্রকুমারীর নিকট গমন করিয়া দেখিলেন, কর্ণাটরাজকুমারী বিরসবদনে বসিয়া আছেন, একজন সখী নিকটে দাঁড়াইয়া আছে। সুশীলা দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র সহচরী অতিত্বরিত পদে তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, ভদ্র! আপনি কে? কি নিমিত্তই বা এই যম-দ্বারে উপনীত হইয়াছেন? আপনি কি জানেন না এখানে কাহারও আসিবার আজ্ঞা নাই? রাজকুমার জানিতে পারিলে এখনই আপনার মস্তক লইবেন। যদি প্রাণের আশা থাকে সত্বর পলায়ন করুন, প্রহ-রীরা দেখিতে পাইলে আপনার আর নিস্তার নাই, এখনই আপনার শিরশ্ছেদন করিবে। সুশীলা বিনীত-বচনে উত্তর করিলেন, ভদ্রে! ভয় নাই, আমি পুরুষ নহি। চন্দ্রকেতুই আমাকে এখানে তোমার সখীর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমার নিবাস অনেক দূর, প্রায় একমাস হইল সুরাষ্ট্রে পৌঁছিয়াছি, এবং রাজকুমারের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছি। রাজ-

তনয় আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেন, আমার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে, তোমার প্রিয়-সখীর মনের ভাব বিশেষ করিয়া জানিতে আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন।

চন্দ্রকুমারী আগন্তুকের রূপমাধুরী দর্শনে ও বিনীত বচন শ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে বসিতে বলিতে সখীকে ইঙ্গিত করিলেন। সখী রাজকুমারীর আদেশ পাইয়া ছদ্মবেশিনী রাজনন্দিনীকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিল। সুশীলা সে সময়ের উপযুক্ত আসনে নিষণ্ণ হইলেন, এবং কিয়ৎ ক্ষণ ক্লান্তি দূর করিয়া কথায় কথায় মধুরমন্দস্বরে বলিলেন, রাজবালে! আমি প্রায় একমাস রাজকুমারের নিকট আছি, ঈদৃশ অমায়িক ভাব কাহারও দেখি নাই, এরূপ মধুমাখা কথাও কখন কাহারও মুখে শুনি নাই, এরূপ রূপমাধুরীও কদাপি দৃষ্টিগোচর করি নাই, পরিজনস্নেহ এতদূর হইতে পারে আমার পূর্ব্বে অনুভব ছিল না, রাজকুমারের বীরত্ব ও পরাক্রম ত্রিভুবন বিখ্যাত, বোধ করি স্বর্গে গন্ধর্ব্বগণও ইহাঁর যশোগানে প্রীতি লাভ করেন। এই বয়সে অনেক ভ্রমণ করিয়াছি, এরূপ সৎপাত্র কখন আমার নয়নে পতিত হয় নাই। বলিব কি বিধাতা এদশা না করিলে আমিই চন্দ্রকেতুর অঙ্কশয্যা লাভ করিতে উৎসুক হইতাম। রাজবালে! চন্দ্রকেতুর প্রতি বৃথা ক্রোধ পরিত্যাগ কর, নিরর্থক

আর কেন কষ্ট ভোগ করিতেছ, রাজতনয়কেও যার পর নাই নিদারুণ মনের কষ্ট দিতেছ। কর্ণাটরাজ-নন্দিনী আগন্তুকের রূপমাধুরী ও বাক্ চাতুরী দর্শনে চমৎকৃত হইলেন, কিন্তু কিছুই উত্তর করিলেন না, বরং চন্দ্রকেতুবিষয়ক কথায় বিলক্ষণ অপরাগ প্রদর্শন করিলেন। সুশীলা সে দিন গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রাজ-নন্দনকে সমস্ত অবগত করিলেন।

ছদ্মবেশিনী সিংহলরাজনন্দিনী প্রতিনিবৃত্ত হইলে চন্দ্রকুমারী সহচরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়সখি! এ লোকটী কে কিছু বুঝিতে পারিলে ? সহচরী উত্তর করিল, রাজবালে! কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আগন্তুক কৌশলে নপুংসক বলিয়া পরিচয় প্রদান করিল, কিন্তু ইহার আকৃতি দেখিয়া আমার মনে নানা-রূপ বিতর্ক উপস্থিত হইতেছে। সখি! এমন রূপ কখন দেখি নাই, এরূপ বিনীত অথচ চাতুরীপুর্ণ বাক্য ও কখন শুনি নাই ; আমার এ ব্যক্তিকে ছদ্মবেশী বলিয়া বোধ হইতেছে। সখি! তোর কি অনুমান হয় ? রাজকুমারী উত্তর করিল, প্রিয়সখি! বলিব কি, ইহার সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত হইয়াছি, আমার হৃদয় নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছে। এক দিন পিতৃ-ভবনে এইরূপ অপরূপ রূপ স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলাম, সেই অবধি সেই চরণে মন প্রাণ সমস্ত সমর্পণ করিয়াছি। তাহার পর এই দশা ঘটিয়াছে। সখি! এতদিন

কাহারও নিকট এ কথা ব্যক্ত করি নাই, আজ তোর কাছে প্রথম বলিলাম, দেখিস্ যেন কোন মতে প্রকাশ না হয়।

সুশীলা প্রায় এক মাস চন্দ্রকুমারীর নিকট দুই বেলা গতায়াত করিলেন, কোন রূপেই তাহার মন চন্দ্রকেতুর প্রতি অবনত করিতে পারিলেন না। এক দিবস চন্দ্র-কুমারীর সহচরী সুশীলাকে বলিল, ভদ্র! কেন আপনি চন্দ্রকেতুর নিমিত্ত বৃথা কষ্ট পাইতেছেন? কি কারণে বলিতে পারি না, আপনাকে ছদ্মবেশী বোধ হইতেছে; যদি আপনার এখানে আগমনের অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে, নিঃশঙ্কচিত্তে প্রকাশ করিয়া বলুন, আপনার সে মনোরথ সফল হইতে পারে।

সুশীলা একথার কিছু প্রত্যুত্তর না করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, এবং চিন্তাকুলচিত্তে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে চন্দ্রকেতু আসিয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন, ভদ্র! আজ তোমাকে বিমর্ষভাবাপন্ন দেখি-তেছি কেন? আমার মনোরথ সিদ্ধ করিতে পারিলে না বলিয়া কি আমার কোপ শঙ্কা করিতেছ? তোমার কোন শঙ্কা নাই। কল্য অবধি আর চন্দ্রকুমারীর নিকট গমনের আবশ্যকতা নাই। আগামিনী শুক্ল ত্রয়োদশী আমার জন্মতিথি। আমি এবার যে বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইয়াছি এ আমার পুনর্জ্জীবন লাভ বলিতে হইবে। পিতা এবার সেই আহ্লাদে আমার

জন্মদিন উপলক্ষে এক মাস উৎসবের আদেশ করিয়াছেন। কল্য অবধি উৎসব আরম্ভ হইবে। এ অভ্যুদয় সময়ে চন্দ্রকুমারীর নিকট নিষ্ফল যাইবার প্রয়োজন নাই। এক মাস কাল সকলে যথাসুখে উৎসব সম্ভোগ কর; পরে চন্দ্রকুমারীর চিত্তাকর্ষণের নিমিত্ত আর একবার চেষ্টা করা যাইবে, এ সময়ে নিরর্থক চেষ্টা বিধেয় নহে।

পর দিবস হইতে উৎসব আরম্ভ হইল। নৃপকুমার প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ণে নিজ হস্তে সহস্র মুদ্রা অর্থিদিগকে দান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ চতুর্দ্দিকে স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করিলেন। রাজ-ভবন চণ্ডীপাঠের গভীর শব্দের প্রতিধ্বনিচ্ছলে নিরতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। মধ্যাহ্নে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সর্ব্ববর্ণ চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় বিবিধ মিষ্টান্নে ভোজিত হইতে লাগিল। অপরাহ্নে রাজধানী মঙ্গলবাদ্য ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া পুরবাসিগণের মন আনন্দরসে আপ্লুত করিল। রজনীযোগে কোন দিকে নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতে করিতে হাব ভাব প্রকাশে সকলের মন মোহিত করিতেছে, অন্য দিকে মধুর সঙ্গীতস্বন শ্রোতৃবর্গের শ্রবণ-বিবর পরিতৃপ্ত করিতেছে, অপর ভাগে নটগণ অভিনয় দ্বারা রঙ্গস্থিত জনগণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। নানা দিগন্তাগত দর্শকগণে নগর পরিপূরিত হইল। ব্যবসায়িগণ অধিক লাভ প্রত্যাশায়

দেশ বিদেশ হইতে আসিয়া সমস্ত রাজপথের পার্শ্ব-ভাগ বহুমূল্য দ্রব্যজাতে সুশোভিত করিল। রজনী-ভাগে সমস্ত নগর আলোকময়; আর রাত্রি বলিয়া বোধ হয় না। অন্ধকার নগরে কুত্রাপি স্থান না পাইয়া সুশীলার হৃদয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সমস্ত নগর আনন্দময়; সুশীলার হৃদয় নিরানন্দ। সমস্ত নগর উৎসাহে ও উৎসবে পরিপূর্ণ, সুশীলার হৃদয় নিরুৎসাহ ও নিরুৎসব। কোন আন্তরিক উদ্বেগে শঙ্কায় ও বিষাদে সুশীলা উৎসবের সময় আপন গৃহেই বসিয়া থাকেন, মুখ বাহির করিতে উৎসাহ বা সাহস হয় না। রাজকুমারও উৎসবের অনুরোধে এক মাস তাহার কোনই অনুসন্ধান করেন নাই।

এদিকে যে রাত্রে সুশীলা চিত্রলেখার সহিত সিংহল হইতে পলায়ন করে, তাহার পর দিন প্রাতেই সমস্ত নগরে রাষ্ট্র হইল—নৃপ-তনয়া সহচরী চিত্রলেখার সহিত কোথায় প্রস্থান করিয়াছে। সিংহলেশ্বর জনশ্রুতি শুনিবামাত্র অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, সুশীলা যথার্থই পলায়ন করিয়াছে। নররাজ ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া নগরপ্রহরিগণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং নগররক্ষককেও বহুতর প্রহারপূর্ব্বক ভৎসনা করিয়া কহিলেন, রে দুরাচার! তোকে কি জন্য নগর রক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছি? কি নিমিত্তই বা তোকে প্রতি মাস উদরপূর্ণ বেতন প্রদান করিতেছি, আমার

কন্যা পলায়ন করিল তোরা কিছুই অনুসন্ধান রাখিস্ না? সমস্ত রাত্রি কি নিদ্রা যাস্, না বারনারীগণের বাটীতে মাত্‌লামি করিস্? যদি আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমার কন্যার ও সেই পাপ বেটীর অনুসন্ধান করিতে না পারিস্, কাল তোকে এবং সমস্ত নগর-প্রহরিগণকে শূলে দিয়া নিপাত করিব। নগররক্ষক কম্পান্বিত-কলেবরে উত্তর করিল, মহারাজ! ক্রোধ করিবেন না, আপনার কন্যা নগর হইতে বাহির হয় নাই। কাহার সাধ্য রাত্রিযোগে কৃতান্তের ন্যায় আমাদের হাত এড়াইয়া নগরের বাহির হয়? আপনার কন্যা নগরের মধ্যেই আছে। আমাকে তিন দিন মেয়াদ দিন, আপনার তনয়াকে ও সেই পাপ বেটীকে আনিয়া দিব। রাজা ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিলেন, আচ্ছা, তোদের তিন দিন মেয়াদ দিলাম, যদি ইহার মধ্যে আমার কন্যা ও সেই কুট্টিনী বেটীকে হাজির করিতে না পারিস্, কুক্কুর দংশনে তোদের শরীর ধ্বংশ করিব।

সিংহলরাজ প্রহরিগণকে এইরূপ শাসন করিয়া দশনদ্বারা অধর নিষ্পেষিত করত আরক্ত ঘূর্ণিত লোচনে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় বিকট বেশে অন্তঃপুর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং মহিষীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রে পাপীয়সি! দুর্ব্বৃত্তে! কুট্টিনি! সুশীলাকে কোথায় লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছিস্? এই জন্য বুঝি সে দিন চন্দ্রকেতুর সহিত কন্যার বিবাহের

কথা উত্থাপন করিয়াছিলি? সর্ব্বনাশি! এই জন্য কি তোকে এতকাল কালভুজঙ্গীর ন্যায় গৃহে রাখিয়াছিলাম? কন্যাকে শীঘ্র বাহির করিয়া দে, নচেৎ তোর সমস্ত শরীর খণ্ড খণ্ড দগ্ধ করিব। রাজ্ঞী একে কন্যার দারুণ বিয়োগে নিতান্ত কাতরা ও পাগলিনী-প্রায়, তাহাতে মহারাজের মুখে এই কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল, অচেতনপ্রায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, অনন্তর করুণস্বরে বলিয়া উঠিলেন, নাথ! মহারাজ! ক্ষেপেছেন না কি? ক্রোধে উন্মত্ত হইবেন না। এত অধীর কেন? মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা কেন মারেন? মহারাজ! আপনার মানেই আমার মান, আপনার মঙ্গলেই আমার মঙ্গল, আপনার সুখেই আমার সুখ। স্বপ্নেও মনে করিবেন না, আমি আপনার মান ঘুচাইয়া নিজের মান বা জিদ বজায় রাখিব। প্রাণনাথ! ক্রোধ সম্বরণ করুন; আমি ইহার কিছুই জানি না। এ সকলই আমার কপালের দোষ, নতুবা আপনি আজ আমাকে "কুট্টিনি" বলিয়া সম্বোধন করিবেন কেন? প্রজানাথ! এই দণ্ডেই আমার প্রাণদণ্ড করুন, আর বাঁচিবার সাধ নাই, সুশীলাকে হারাইয়া আর ক্ষণেকও প্রাণধারণে ফল নাই। প্রাণদণ্ড করিয়া আমার সকল কষ্ট দূর করুন!

শান্তশীল পত্নীর করুণ বচনে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বলিলেন, তুই ইহার কিছুই জানিস্ না? তোর অনু-

মোদন ব্যতীত কি চিত্রলেখা স্বয়ং একার্য্য করিতে সাহসী হইতে পারে? সত্যই কি তুই ইহার কিছুই জানিস্ না? রাজ্ঞী কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিলেন, নাথ! আপনার পা ছুঁইয়া দিব্য করিতে পারি, যদি আমি ইহার বিন্দু বিসর্গও অবগত থাকি, আমি ইহার বাস্পও জানি না। অদ্য প্রাতে এই দারুণ সম্বাদ পাইয়া আমি হতজ্ঞান হইয়াছি। হায়! আমার সুশীলা কখন মুখ তুলে কথা কইতে জানে না, তাহার চরণের শব্দ বসুমতীও জানিতে পারেন না, মায়ের প্রতি এমন মায়া কখন দেখি নাই, মা আমার ঘরের বাহিরে গেলে অমনি চমকিয়া উঠে। আমার এমন মেয়ে আমাকে না বলিয়া কোথায় গেল শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়াছি। হায়! আমার ঘরের লক্ষ্মী সুশীলা কোথায় গেল! বৃদ্ধ বয়সে অনেক কষ্টের পর বিধাতা সদয় হইয়া দুইটী রত্ন দিয়াছিলেন, তাহার একটী কে অপহরণ করিল? আজ আমার গৃহের আর শোভা নাই, সকলই অন্ধকারময় বোধ হইতেছে, সিংহল শূন্য দেখাইতেছে, আর কিছুই ভাল লাগিতেছে না। মহারাজ! এপোড়া জীবন আর রাখিব না, আপনি এই মুহূর্ত্তেই আমার প্রাণ সংহার করুন। সিংহলরাজ উত্তর করিলেন, রাজ্ঞি! আর মায়া-কান্নায় প্রয়োজন নাই, শান্তশীলের মন ও কান্নায় ভুলিবার নয়। তোর প্রতি আমার বিলক্ষণ সন্দেহ

জন্মিয়াছে। শীঘ্র যদি কন্যাকে বাহির করিয়া না-দিস্ তোর সমুচিত দণ্ড দিব।

সিংহলেশ্বর মহিষীকে এই বলিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন, এবং রাজ-সভায় সিংহাসনে আসীন হইয়া প্রধান মন্ত্রী বুধসেনকে নিকটে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; মন্ত্রিবর! কল্য রজনীর ঘটনা শুনিয়া থাকিবে, এক্ষণে এবিষয়ে কর্ত্তব্য কি? বুধসেন উত্তর করিলেন, মহারাজ! এত উতলা হইবেন না। ব্যাপারটী সামান্য নহে বটে, কিন্তু উতলারও বিষয় নহে, আপনার ব্যস্ততায় ঘটনাটী ইহার মধ্যেই সমস্ত সিংহলে রাষ্ট্র হইয়াছে। ঈদৃশ গৃহব্যাপার দেশ বিদেশে ঘোষণা করা প্রাজ্ঞের কার্য্য নহে। একটু স্থির হউন, সিংহলে যা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে এ বিষয়টী যাহাতে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচারিত না হয়, তাহার উপায় বিধান করুন, এবং নিভৃতভাবে সকল স্থানে গূঢ় বিশ্বস্ত চরের দ্বারা অন্বেষণ আরম্ভ করুন, তাহা হইলে শীঘ্র কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। রাজা মন্ত্রীর বাক্য যুক্তিযুক্ত বিবেচনায় অনুমোদন করিয়া সেই মত সমস্ত ব্যবস্থা করিলেন।

এইরূপে প্রায় একমাস অতীত হইল, সুশীলার কোনই অনুসন্ধান হইল না। কন্যাগতপ্রাণা রাজ-মহিষী সুশীলার অদর্শনে দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগি-লেন, হৃতবৎসা গাভীর ন্যায় নিরন্তর আর্ত্তনাদ করেন,

ক্রমে অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া পড়িলেন। মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা তাঁহার চেতনা অপহরণ করিয়া কিঞ্চিৎ উপকার করিতে লাগিল। আহার নিদ্রা প্রায় একেবারেই বন্ধ হইল। রাজ্ঞী 'প্রাণের সুশীলার কি হইল, হায়! প্রাণের সুশীলার কি হইল' বলিয়া সততই অধীর। বার বার, 'হা সুশীলে! এই জন্য কি তোকে দশমাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম? এই জন্য কি তোকে এতদিন এতকষ্টে মানুষ করিয়াছিলাম? তাহার কি এই সমুচিত ফল দিয়া পলায়ন করিলি? সকল মায়া এককালে কেমন করে ভুলিয়া গেলি? তোর প্রাণের ভাই সুশীলকেও একবার ভাবিলি না?' এই রূপে সুশীলাকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করেন।

সুশীলও প্রাণের ভগিনীকে না দেখিয়া দিন দিন মলিন হইতে লাগিলেন, আহার নিদ্রা এককালে পরিত্যাগ করিলেন। প্রায় একমাস অতীত হইল ভগিনীর কোন অনুসন্ধান হইল না দেখিয়া রাজকুমার একদিন জননীকে নির্জ্জনে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মাতঃ! মহারাজ এতদিনেও প্রাণাধিকা সহোদরার কোন অন্বেষণ করিতে পারিলেন না। যদি অনুমতি করেন, ইচ্ছা হয় একবার আমি স্বয়ং সোদরার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। মা! আমার মনে কেমন প্রতীতি হইতেছে সুশীলা প্রাণে বাঁচিয়া আছে, আমি কিছু দিন

অন্বেষণ করিলেই ভগিনীকে অবশ্যই পাইব। ক্ষত্রিয়-কুমার হইয়া এরূপ নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকা বিধেয় নহে। আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে অনুমতি করুন, আমি দুই মাস মধ্যেই ভগিনীকে আপনার নিকট আনিয়া দিব। রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিলেন, বাছা! কেবল তোর মুখ চেয়ে আজও বেঁচে আছি, তোকে প্রাণ থাকিতে কোথাও পাঠাইতে পারিব না। সুশীল কহিলেন, মা। ভয় করিবেন না, ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া শঙ্কিত হওয়া বিধেয় নহে, আমি একাকী যাইব না, আমার সঙ্গে দশ পনর জন অনুচর থাকিবে। আমাকে নির্ভয়চিত্তে আদেশ করুন, আমি কল্যই ভগিনীর উদ্দেশে যাত্রা করিব। রাজ্ঞী পুত্রের নিরতিশয় নির্ব্বন্ধ দেখিয়াও তাহার বিদেশগমনে অনুমতি দিতে পারিলেন না।

রাজকুমার আর নিশ্চিন্ত থাকা বিধেয় নহে স্থির করিয়া জননীর আদেশ-নিরপেক্ষ হইয়াই সেই রজনী-যোগেই কতিপয়মাত্র সঙ্গিসমভিব্যাহারে সিংহল হইতে যাত্রা করিলেন। সুশীল সমুদ্রপারে উপনীত হইয়া প্রত্যেকের নিমিত্ত এক একটী অশ্ব ক্রয় করিলেন, এবং সকলেই বাজিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। নৃপতনয় কর্ণাটে শুনিলেন, কর্ণাটরাজ সন্নিহিত রাজগণের সহিত সুরাষ্ট্ররাজের বিপক্ষে যুদ্ধ-যাত্রার মন্ত্রণা ও উদ্যোগ

করিতেছেন, সিংহলাধিপতিকেও সাহায্যার্থে আহ্বান করা হইবে। রাজতনয় চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণ করিয়া কোথায়ও ভগিনীর অনুসন্ধান পাইলেন না। পথে পথে প্রায় এক মাস অতীত হইল। তিনি সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিতে করিতে ক্রমে সুরাষ্ট্রে উপস্থিত হইলেন। নৃপকুমার যে দিন সুরাষ্ট্র নগরে পৌঁছিলেন, সেই দিন অবধি চন্দ্রকেতুর জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। সুশীল ও তাহার অনুচরগণ পৃথক্ পৃথক্ নগরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান নিরীক্ষণব্যপদেশে সুশীলার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় দিবসে কুমার নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া চন্দ্রকুমারীর গৃহের নিকট এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। কর্ণাটরাজবালা গবাক্ষ দিয়া তরুতলে সুশীলকে দেখিতে পাইলেন, এবং সখীকে ডাকিয়া বলিলেন, সখি! ঐ যে পুরুষটী পাদপতলে নিমগ্ন দেখিতেছ, ঐ ব্যক্তি না কয়েকদিন চন্দ্রকেতুর পরিজন বলিয়া আমার নিকট আসিয়াছিল। আমরা যথার্থই উহাকে ছদ্মবেশী বলিয়া অনুভব করিয়াছিলাম। আজ দেখ উহার সে বেশ নাই, বোধ করি অদ্য ও ব্যক্তি আপনার প্রকৃত বেশ ধারণ করিয়াছে, এবং চন্দ্রকেতু উৎসবে মাতিয়াছে ভাবিয়া সেই সুযোগে এখানে আসিয়া বসিয়া আছে। সখি! গোপনে ঐ ব্যক্তিকে আমার নিকট লইয়া আইস। সহচরী উত্তর করিল,

সখি! এ সেই ব্যক্তিই বটে, আমি এখনই উহাকে তোর নিকট আনিতেছি। নৃপনন্দন পরশ্বঃ অবধি উৎসবে মাতিয়াছেন, এদিকে আর বড় আঁটা আঁটি নাই। বিধাতা তোর স্বপ্নলব্ধ ধন আজ দিন বুঝিয়া মিলাইয়া দিয়াছেন।

কর্ণাট রাজকুমারীর প্রিয়সখী এই বলিয়া তরুতলে গমন পূর্ব্বক সুশীলকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ভদ্র! আজ এখানে কি কারণে বাহিরে বসিয়া আছেন? অন্য দিনের মত কি নিমিত্ত ভিতরে যান নাই? প্রকৃত বেশে প্রবেশ করিতে কি লজ্জা হইতেছে? আপনাকে অদ্য অত্যন্ত শ্রান্ত ও পিপাসায় আকুল এবং শুষ্কতালু বোধ হইতেছে। আসুন, গৃহমধ্যে আসিয়া ক্লান্তি পরিহার ও পিপাসা দূর করুন। সখী আপনাকে দেখিতে অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছেন। সিংহলরাজনন্দন যথার্থই তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হই-য়াছিলেন, কিছু উত্তর না করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং রাজকুমারীর সম্মুখে উপনীত হইলেন।

প্রজাপতির কেমন নির্ব্বন্ধ! কন্দর্পরাজের কি অনি-র্ব্বচনীয় শক্তি! কর্ণাটনৃপবালাকে অবলোকন করিয়া কুমারের বারিতৃষ্ণা দূর হইয়া মদনতৃষ্ণা প্রবল হইল। নৃপতনয় যেন ইন্দ্রজালে আবৃত হইলেন, চন্দ্রকুমারীর মায়ায় এককালে বিমুগ্ধ হইলেন, এবং প্রিয়তমা ভগি-

কাঁকেও কিছু দিনের নিমিত্ত মনের অন্তর করিলেন। সহচরী বলিল, আর্য্য! আজ যে ভুলিয়া এ প্রকৃত নূতন বেশে এদিকে পদার্পণ করিয়াছেন? এত দিনের পর বুঝি আজ বিধাতা আমার সখীর প্রতি অনুকূল হইলেন। সুশীল উত্তর করিলেন, আপনাদের কথার ভাব আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি ত কখন এখানে আসি নাই, পরশ্বঃ কেবল সুরাষ্ট্রে পৌঁছিয়াছি। আপনি আমাকে চিরপরিচিতের ন্যায় সম্ভাষণ করিতেছেন, ইহার ভাব কি? সহচরী কহিল, ভদ্র! আর বাক্ চাতুরীতে প্রয়োজন নাই, আর নূতন হতে হবেনা, আপনার কথায় আর আমরা ভুলি না। এখন সত্য করিয়া বলুন আপনি কোন রাজকুল অলঙ্কৃত করিতেছেন? কি কারণে এ সুকুমার তরুণ বয়সে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন? কি অভিসন্ধিতেই বা সুরাষ্ট্রে বাস করিতেছেন? রাজতনয় উত্তর করিলেন, ভদ্রে! সত্য বলিতেছি কল্যমাত্র সুরাষ্ট্রে আসিয়াছি। আমি সিংহলরাজ শান্তশীলের একমাত্র তনয়, আমার নাম সুশীল, আমার একমাত্র ভগিনী সুশীলার অন্বেষণে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছি, পরশ্বঃপ্রাতে সুরাষ্ট্রে পৌঁছিয়াছি। সহচরী কহিল, রাজনন্দন! আত্মপরিচয় দিয়া আর কেন বৃথা ছল করেন? এত দিনের পর সমস্ত জানিতে পারিলাম। যাহা হউক, কুমার! আমার প্রিয়সখী আপনার জন্য নিতান্ত আকুল হইয়াছিলেন, অধুনা মাল্য-

বদল করিয়া উহাকে চরিতার্থ করুন। চন্দ্রকুমারী অঙ্গুলি দ্বারায় সখীকে তর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কুমার কুমারীকে গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করিয়া পরম কৌতুকে কালহরণ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রকুমারীর সহিত কালযাপনে প্রায় এক মাস অতীত হইল। সুশীল ভগিনীর বিষয় একেবারে ভুলিয়া গেলেন, এক দিন রজনীযোগে শয়ন করিয়া আছেন, সহসা জননীকে মনে পড়িল। রাজতনয় আপনাকে ধিক্কার দিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমি এখানে কি করিতেছি? জননীকে কি বলিয়া আসিয়াছি? প্রায় দুই মাস হইল বাটী হইতে বহির্গত হইয়া এক মাস কুহকিনীর কুহকে মুগ্ধ হইয়া আছি, প্রিয়তমা ভগিনীকেও এক কালে বিস্মৃত হইয়াছি। হায়! কি কুকর্ম্ম করিয়াছি। দুই মাসের মধ্যে সুশীলাকে আনিয়া দিব মায়ের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি; দুই মাস প্রায় অতীত হইল, নিশ্চিন্ত হইয়া সুরাষ্ট্রে পরম সুখে কাল যাপন করিতেছি। জননী হয়ত এতদিনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। হায়! কি করিলাম! আর এখানে এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করা বিধেয় নহে। চন্দ্রকুমারী নিদ্রিত আছে, এই সময়েই এখান হইতে পলায়ন করি।

সুশীল মনে মনে এই স্থির করিয়া তখনই শয্যা হইতে উঠিয়া নিঃশব্দে চন্দ্রকুমারীর ভবন হইতে বহি-

গত হইলেন, এবং সেই রজনীতেই নির্ব্বিঘ্ন মনে সুরাষ্ট্র হইতে স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজকুমার কর্ণাটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দক্ষিণ ভারতবর্ষের নরপতিগণ একত্র হইয়া সুরাষ্ট্র অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। সৈন্যসমূহ সজ্জিত হইয়া আছে। তিনি লোকপরম্পরায় শুনিলেন, তাঁহার পিতা কর্ণাটরাজের সাহায্যার্থ অযুতসেনাসহিত সেনাপতি বীরসেনকে প্রেরণ করিয়াছেন। সুশীল বীরসেন আসিয়াছে শুনিয়া শশব্যস্ত হইয়া তাহার নিকট সমাগত হইলেন। সেনাপতি সহসা রাজকুমারকে দেখিয়া পরম পুলকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমার! এতদিন কোথায় ছিলে? শারীরিক কুশল ত? ভগিনীর কোন অনুসন্ধান পাইয়াছ? পিতা মাতাকে না বলিয়া কি এমনি করে আস্তে হয়?

রাজতনয় অশ্রুপূর্ণনয়নে উত্তর করিলেন, সেনাপতে! পিতা মাতা কি অদ্যাপি জীবিত আছেন? জননীর ত কোন অত্যাহিত হয় নাই? বীরসেন! সত্য করিয়া বল, জনক জননী কি প্রাণে বেঁচে আছেন? আমি সর্ব্বত্র ঘুরিলাম, কোথায়ও ভগিনীর অন্বেষণ পাইলাম না। এখন কি বলিয়া একাকী পিতা মাতাকে মুখ দেখাইব? সেনাপতি বলিলেন, কুমার! ভয় নাই; ব্যাকুল হইও না, তোমার জনক জননী জীবন্মৃত অদ্যাপি প্রাণে বাঁচিয়া আছেন। তাঁহাদের

শোচনীয় অবস্থা বর্ণনা করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তাঁহারা, "হা সুশীল! হা সুশীলে! বৃদ্ধ বয়সে আমাদিগকে কাহার কাছে ফেলিয়া কোথায় পলায়ন করিলি? আমাদিগকে মাতা পিতা বলিয়া ডাকে জগতে এমন আর কেহ নাই! কোথায় গেলি? একবার আয়, আমাদিগকে একবার সেই চাঁদ মুখে জনক জননী বলিয়া সম্বোধন কর, আমাদের জীবন চরিতার্থ হউক। আয়, একবার তোদের কোলে করিয়া শরীর শীতল করি। একবার দেখা দে, তোদিগকে দেখিয়া নয়নদ্বয় পরিতৃপ্ত করি। হায়! আমাদের অন্ধের যষ্টি কে অপহরণ করিল? হা বিধাতঃ! আমাদিগকে চরমে এই কষ্ট দিতেই কি কয়েক দিনের জন্য একবার দেখাইতে দুইটী রত্ন প্রদান করিয়াছিলি! যদি কাড়িয়া লইবিই তোর মনে ছিল, প্রথমে পুত্রমুখ দেখাইবার কি প্রয়োজন ছিল? দিয়া এরূপে বঞ্চিত করায় তোর কি অভীষ্ট সিদ্ধি হইল? রে পোড়া প্রাণ! কেন আর কষ্ট দিস্? এখনই নির্গত হইয়া আমাদের সকল কষ্ট নিবারণ কর। হায়! কি করি, কোথায় যাই, কোথায় গেলে সুশীল সুশীলার দর্শন পাই। হায়! আর কি তাহাদের চাঁদ মুখ দেখিতে পাইব?" এইরূপে আরও কত প্রকারে নিরন্তর বিলাপ করিতেছেন, বার বার মূর্চ্ছার ক্রোড়ে ক্ষণকাল শান্তি লাভ করিতেছেন—কখন ও অসহ্য শোকে অধীর হইয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইতেছেন—কখন ও

অগ্নি প্রবেশের উদ্যোগী করিতেছেন—কখন ও অনশনে প্রাণত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিতেছেন। তাঁহাদের আর সে শ্রী নাই, দেহের সে লাবণ্য নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, শরীরে আর সে বল নাই, চলিবার শক্তি নাই, কাহারও সহিত আলাপ নাই, রাজার আর রাজকার্য্যে অভিনিবেশ নাই। সর্ব্বদা অশ্রুবিমোচন করিয়া দুইজনে অন্ধপ্রায় হইয়াছেন, তাঁহাদের শরীর বিবর্ণ কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদিগকে আর মানুষ বলিয়া চেনা যায় না। বুধসেন এবং আমরা সর্ব্বদাই সান্ত্বনা করিয়া অনেক আশ্বাস দিয়া অদ্যাপি কোনমতে তাঁহাদিগকে জীবিত রাখিয়াছি। বুধসেন এক মুহূর্ত্তও তাঁহাদের কাছ ছাড়া হন না, ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছেন। আমি অনেক বুঝাইয়া তাঁহাদিগকে বলিয়া আসিয়াছি, আমরা কেবল যুদ্ধার্থী হইয়া গমন করিতেছি না, সুশীল সুশীলার অনুসন্ধানই আমাদের প্রধান লক্ষ্য থাকিল। আমরা তাহাদিগের খোজ পাইলেই অবিলম্বে আপনাদের নিকট পাঠাইয়া দিব। কুমার! আর এখানে বিলম্ব করিও না, শত সৈন্য তোমার সঙ্গে দিই, এই দণ্ডেই সিংহলে যাত্রা করিয়া পিতা মাতার জীবন রক্ষা কর।

সুশীল করুণস্বরে উত্তর করিলেন, সেনাপতে! কি করিয়া একাকী জনক জননীকে মুখ দেখাইব? সুশীলার অনুসন্ধান না পাইলে দেশে আর ফিরিয়া যাইতে

ইচ্ছা হয় না। এবং কি কারণে বলিতে পারি না, আমার কেমন প্রতীতি হইতেছে, সুরাষ্ট্রেই আমাদের সুশীলা আছে। কোন কারণ বশতঃ আমি সেখানে বিশেষ অন্বেষণ করিতে পারি নাই। সে দিন জনক জননীর জন্য মন কেমন চঞ্চল হইল, আর সুরাষ্ট্রে তিষ্ঠিতে পারিলাম না, স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আপনার দর্শন পাইয়া আর সিংহলে যাইতে মন সরিতেছে না, আপনার সঙ্গে গমন করিয়া আর একবার সুরাষ্ট্রে সহোদরায় অন্বেষণ করিব। জনক জননীর সান্ত্বনার্থে অদ্যই সিংহলে লোক পাঠাইয়া দিন, বলিয়া পাঠান, সুশীলের দর্শন পাইয়াছি, সুশীলাকে অচিরাৎ পাওয়া যাইবে তাহার সম্ভাবনা দেখিতেছি। আপনারা শোকাকুল হইবেন না। আমাদের যুদ্ধাবসানে সুশীল সুশীলা উভয়কেই সঙ্গে লইয়া দেশে ফিরিয়া যাইব।

সেনাপতি অনেক বুঝাইয়াও সুশীলের মন ফিরাইতে পারিলেন না, সুরাষ্ট্রগমনে কুমারের স্থির নির্ব্বন্ধ দেখিয়া অগত্যা দূতমুখে সুশীল সুশীলার সম্বাদ সিংহলরাজের নিকট প্রেরণ করিলেন। কিছু দিন পরেই কর্ণাটরাজ সহায়সমবেত হইয়া চতুরঙ্গসেনাসহিত সুরাষ্ট্র অভিমুখে রণযাত্রা করিলেন। সুশীল ও সেই সঙ্গে সুরাষ্ট্রে পুনর্যাত্রা করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এক মাসের পর উৎসব পরিপূর্ণ ও সাঙ্গ হইল। রাজ-কুমার কেবল লোকলজ্জায় এতদিন চন্দ্রকুমারীবিষয়িনী কোন কথার উল্লেখ করেন নাই। রাজকুমারী এখনও নৃপতনয়ের হৃদয়ে অদ্বিতীয় অধীশ্বরী ছিলেন। চন্দ্রকেতু অন্তরে চন্দ্রকুমারীর ধ্যানেই নিমগ্ন থাকিতেন, বাহিরে কি করেন অগত্যা তাঁহাকে উৎসবে আরত হইতে হইয়াছিল। সুভাষীকেও এতদিন দেখেন নাই বলিয়া তাঁহার মন উৎকণ্ঠিত ছিল। উৎসবের শেষ হইলেই রাজকুমার সুশীলার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, সুভাষিন্! কই এতদিন তোমাকে দেখি নাই কেন? উৎসবের সময় কি নিমিত্ত রাজভবনে গমন কর নাই? কি কারণে এখানে একাকী কষ্টে বাস করিতে-ছিলে? সুশীলা বিনীত বাক্যে উত্তর করিলেন, যুবরাজ! মঙ্গল সময়ে আমার অমঙ্গল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আপ-নার বিরাগ জন্মিতে পারে, সেই কারণে এতদিন আপ-নার নিকট যাইতে সাহসী হই নাই। বিধাতা যে দুর্দ্দশা করিয়াছেন লোকের নিকট স্বচ্ছন্দে মুখ দেখাইবার ও যো নাই। কি করি এই জনহীন বিবরে এতদিন অতি কষ্টে বাস করিতেছিলাম, আজ আপনার মুখ দর্শনে পুনর্জ্জীবন লাভ করিলাম। চন্দ্রকেতু উৎসুকচিত্তে

কহিলেন, সুভাষিণ্! এক মাস চন্দ্রকুমারীর কোন সম্বাদ না পাইয়া মন নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছে। তুমি এই দণ্ডেই রাজকুমারীর কুশল সম্বাদ আনিয়া আমার উৎকণ্ঠা দূর কর, আমি এখানেই তোমার পুনরাগমন প্রতীক্ষায় থাকিলাম, শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে, বিলম্ব করিবে না।

সুশীলা, যে আজ্ঞা প্রজানাথ! এত উতলা হইবেন না, আমি এখনই চন্দ্রকুমারীর মঙ্গলবার্ত্তা আনিয়া দিতেছি, এই বলিয়া তখনই কর্ণাটরাজকুমারীর নিকট গমন করিলেন। সিংহলরাজবালা গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র সহচরী ব্যস্তসমস্ত দ্বারে আসিয়া বলিল, আসুন মহাশয়! আসতে আজ্ঞা হউক। আজ আবার পুরাতন বেশে দেখ্ছি যে? পুনর্ব্বার এ ভাব কেন? সখীকে প্রথমে মজাইয়া সে দিন রাত্রে না বলিয়াই কেন পলায়ন করিয়াছিলেন? এ চারি পাঁচ দিন দেখা নাই কেন? আবার বুঝি ছদ্মবেশে রাজকুমারের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন? এখানে একবার ধরা পড়িয়া আর কপট বেশের প্রয়োজন কি? রাজকুমার! আপনাকে আর একটী শুভ সম্বাদ দিই, আপনার সহযোগে বোধ করি প্রিয়সখীর গর্ভসঞ্চার হইয়াছে, গর্ভলক্ষণ প্রকাশ না পাইতে পাইতেই শীঘ্র গোপনে রাজনন্দিনীকে সিংহলে লইয়া যাইবার উপায় করুন। এ সম্বাদ চন্দ্রকেতুর কর্ণগোচর হইলে আপনাকে এবং আমাদিগকেও মৃত্যুমুখ

নিরীক্ষণ করিতে হইবে, শীঘ্র সখীকে সিংহলে লইয়া যাইবার চেষ্টা করুন।

সহচরীর নিকট সমস্ত সম্বাদ শ্রবণ করিয়া সিংহলরাজকুমারীর শিরে যেন বজ্রপাত হইল। সুশীলা মনে মনে বুঝিতে পারিলেন, প্রাণের ভাই সুশীল আমার অন্বেষণে সুরাষ্ট্রে আসিয়া এই কাণ্ড করিয়া গিয়াছে। রাজনন্দিনী মনের ভাব মনে রাখিয়া কর্ণাটরাজদুহিতার প্রিয়সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভদ্রে! অদ্য এখন চন্দ্রকেতুর নিকট হইতে আসিতেছি বিলম্ব করিতে পারি না, যাহাতে ভাল হয় শীঘ্র সেরূপ ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা পাইব। তোমার প্রিয়সখীর গর্ভলক্ষণ যত দিন পার অপ্রকাশ রাখিবার বিশেষ যত্ন করিবে।

রাজকুমারী এই বলিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, এবং পথে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত। চন্দ্রকুমারীর গর্ভচিহ্ন প্রকাশ হইলে রাজকুমার আমাকেই সন্দেহ করিবেন, বিশেষতঃ উৎসবের সময় আমি কুমারের নিকট অনুপস্থিত ছিলাম, ইহাতে তাঁহার সন্দেহ দৃঢ়ীকৃত হইবে। যুবরাজ নিশ্চয়ই আমার প্রাণদণ্ড করিবেন; লজ্জায় কখনই আত্মপ্রকাশ করিতে পারিব না। হা ভাই সুশীল! আমি এখানে তোদের ভুলিয়া আছি, তুই আমার জন্য দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিস্। তোদের কষ্টের জন্যই পাপীয়সী সুশীলা ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

হায়! উৎসবের সময় গৃহ হইতে বাহির না হইয়া কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি! তখন সে নির্জ্জন গৃহে একাকী পড়িয়া না থাকিলে অবশ্যই সহোদরের সহিত সাক্ষাৎ হইত। সে সময়ে পোড়ার মুখীর লোকালয়ে মুখ বাহির করিতে লজ্জা ও মানের ভয় হইল। রে কুলকলঙ্কিনি! যখন সিংহল হইতে বাহির হইয়াছিলি, তখন লজ্জা ও মান-ভয় কোথায় ছিল? তখন বুঝি সমস্ত সমুদ্রজলে ভাসা-ইয়া দিয়া আসিয়াছিলি? যে কাণ্ড ঘটিয়াছে, এখন তোর লাজ ও মানভয় কোথায় থাকিবে? আমি প্রাণ ভয়ে শঙ্কিত হইতেছিনা, পাছে প্রাণেশ্বর অপমান করেন সেই ভয়ে আমার হৃদয় কাঁপিতেছে ও শোণিত শুষ্ক হইতেছে। যাহাহউক আপাততঃ কুমারের নিকট শঙ্কিতচিত্ত প্রকাশ করা বিধেয় নহে। পরে বিধাতা কপালে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই ঘটিবে। এজন নিভান্ত নির্দ্দোষী এই এক মাত্র সাহস আছে। সুশীলা এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাজকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, প্রজানাথ! চন্দ্রকুমারীর মন আপনার প্রতি সেইরূপই আছে। চন্দ্রকেতু কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন, সুভাষিন্! আর একবার দিন কতক চেষ্টা কর, যদি কোন উপায়ে নৃপবালার কঠিন অন্তঃকরণ নম্র করিতে পার। এই বলিয়া নৃপতনয় তথা হইতে রাজভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

এদিকে গূঢ় প্রণয় কত দিন অপ্রকাশ থাকে। চন্দ্র-

কুমারীর গর্ভসংবাদ ক্রমে সুরাষ্ট্রময় রাষ্ট্র হইল। চন্দ্রকেতু এই দারুণ বার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং ছদ্মবেশী সুভাষী দ্বারাই এই কার্য্য হইয়াছে নিশ্চয় করিলেন। রাজকুমার ক্রোধাবেশে জ্ঞানশূন্য হইয়া দ্বারপালকে আজ্ঞা করিলেন, এইক্ষণেই সুভাষীকে করে করে বন্ধন করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর। দ্বারপাল আদেশ প্রাপ্তিমাত্র সুভাষীকে করে করে পৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া রাজকুমারের সমীপে আনয়ন করিল। সুশীলাকে দেখিয়া রাজতনয়ের নেত্রদ্বয় হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি তাঁহাকে পরুষস্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রে দুরাত্মন্! নরাধম! দুর্ব্বৃত্ত! সুভাষিন্! রে দুরাচার! এই নিমিত্ত বুঝি তুই সর্ব্বজনসাধারণ উৎসবে আসক্ত হইস্ নাই? স্বকার্য্য গূঢ় আমোদে মত্ত ছিলি? এক মাস লোক-সমক্ষে বহির্গত হইস্ নাই? এই জন্য বুঝি তোকে বিশ্বাস করিয়া চন্দ্রকুমারীর নিকট দূতরূপে প্রেরণ করিতাম? এই কারণে বুঝি তোকে এতদিন পরিজনের ন্যায় নিকট রাখিয়াছিলাম? আত্ম-পরিবারের ন্যায় ভরণ পোষণ করিলাম? তোকে প্রাণের মত ভাল বাসিতাম, তার কি এই সমুচিত ফল দিলি? রে কপট ধূর্ত্ত! ছদ্মবেশিন্! বেত্রাঘাতে আজ তোর ধূর্ত্তপনা নিরাস করিব। রে কৃতঘ্ন! পশুনিকৃষ্ট! অদ্য তোর সজীব চর্ম্ম উৎপাটিত করিয়া কৃতঘ্নতার যথোচিত ফল ভোগ করাইব। রে

নৃশংস! চাণ্ডালাধম! আজ তোর শরীর খণ্ড খণ্ড প্রজ্বলিত দহনে দগ্ধ করিব। তোর এত দূর সাধ্য তুই আমার ভৃত্য হইয়া আমারই চিত্তহারিণী বন্দীকৃত চন্দ্রকুমারীর কুমারীত্ব নষ্ট করিলি? মনে অণুমাত্র শঙ্কা হইল না, চন্দ্রকেতু এ প্রণয় জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ মস্তক ছেদন করিবেন।

সুশীলা নম্রবচনে উত্তর করিলেন, প্রজানাথ! দীনবন্ধো! আমি ইহার কিছুই অবগত নহি। স্বামিন্! আপনার পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতে পারি, আমি ইহার বিন্দু বিসর্গও জানি না। যুবরাজ! যথার্থ বলিতেছি আমি পুরুষ নহি আমার প্রতি নিরর্থক সন্দেহ করিতেছেন। নাথ! যদি লজ্জা দূর করিতে পারিতাম এখনই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা আপনার সংশয় দূর করিতে পারিতাম। স্বামিন্! বিনাপরাধে অবিচারে আমার দণ্ড করিবেন না, ক্রোধে অধীর হইয়া সহসা আমাকে নিরর্থক কষ্ট দিবেন না। বিচার করিয়া আমার উচিত দণ্ড করুন৷ রাজতনয় ক্রোধভরে কহিলেন, রে মায়াবিন্! এখন তোর বিনয় রেখে দে! অদ্যই তোকে শূলে চড়াইতাম, কি বলিব, যুদ্ধসজ্জায় নিতান্ত ব্যস্ত বলিয়া আজ তোকে প্রাণে রাখিলাম। কর্ণাটরাজ দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের দেশ আক্রমণ করিয়াছে, শত শত গ্রাম ছার খার করিতে আরম্ভ করিয়াছে৷ নগরে রণকথা ব্যতীত

অন্য আলাপ নাই, আমি এখন এখানে অপেক্ষা করিতে পারি না। হয় ত অদ্যই আমাকে সমর সজ্জায় সজ্জিত হইতে হইবে। ভীম সিং আপাততঃ সুভাষীকে পশ্চিম দিকের ঐ আঁধার কুঠারিতে বন্ধ করিয়া রাখ। উহার হস্ত পাদ যেন শৃঙ্খলে সংযত থাকে। যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া উহার যথোচিত দণ্ড করিব। ভীমসিং যো হুকুম বলিয়া রাজকুমারের আদেশ যথাক্ষর সম্পাদন করিল।

এদিকে কর্ণাটরাজ এককালে সুরাষ্ট্রপুরী আক্রমণ না করিয়া দাহাদি বিবিধ উৎপাতে সুরাষ্ট্ররাজ্য ছারখার করিতে আরম্ভ করিলেন। কোন দিকে স্ফুলিঙ্গমিশ্রিত ধূমরাশি গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া সুরাষ্ট্ররাজের অন্তঃকরণ সন্তাপিত করিতে লাগিল; অন্যদিকে দারুণ হত্যাকাণ্ড আবাল বৃদ্ধ বনিতা সমস্ত প্রজাগণকে সমূলে বিনাশিত করিতে আরম্ভ করিল; কোন স্থানে বন্দীকৃত বনিতাগণের করুণ আর্ত্তনাদে দিঙমণ্ডল স্ফুটিত হইতে লাগিল; অপর ভাগে সম্পন্ন প্রজাগণ গুপ্তধন প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অত্যর্থ নিপীড়িত হইয়া পরিশেষে অগত্যা শত্রু হস্তে সমস্ত ধন সমর্পণ করিল, কেহ বা বৃথা ধনতৃষ্ণায় প্রলোভিত হইয়া জীবনতৃষ্ণা পরিত্যাগ করিল; কোন দিকে পরিপক্ক সুবর্ণবর্ণ শস্যতরঙ্গ চতুরঙ্গ-সেনার পাদ দলনে চূর্ণিত হইয়া ভূমধ্যে বিলীন হইল। চতুর্দ্দিকে হাহারব দিঙমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া প্রজাগণের শরণ প্রার্থনায় সুরাষ্ট্ররাজের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে

লাগিল। তিনি দেশের দুরবস্থা দেখিয়া আর সুস্থির থাকিতে পারিলেন না, চন্দ্রকেতুকে লক্ষ সৈন্য ও প্রধান সেনাপতি অর্জ্জুনসেনের সহিত শত্রুর সম্মুখীন হইতে আদেশ করিলেন। এবং স্বয়ং নগর-রক্ষণে ব্যাপৃত থাকিলেন।

চন্দ্রকেতু পিতার আজ্ঞা পাইবা মাত্র নগর হইতে বহির্গত হইয়া কিয়দ্দূর অন্তরে শত্রুদলের অভিমুখীন হইলেন। দুন্দুভিধ্বনি দশদিক্ আপূরিত করিয়া সমর-দেবীকে আহ্বান করিল। ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। বাণবর্ষে দশদিক্ আচ্ছন্ন, কিছুই লক্ষিত হয় না। মাতঙ্গগণের উচ্চ বৃংহিত, তুরঙ্গগণের বিকৃত হেষারব সমরের ভীষণতা প্রবৃদ্ধ করিল। করিগণের কঠিন কুম্ভ-ভাগ পরস্পর সংঘট্টে ভীষণস্বনে বিঘট্টিত হইতে লা-গিল। বাণান্ধকারে আর স্বপরপক্ষ চিনিবার যো নাই। কাহারও পাদ ভগ্ন, কাহারও বাহু ছিন্ন, কাহারও মুণ্ড খণ্ডিত, কেহ বা পাদতলে নিষ্পেষিত হইয়া চূর্ণিত হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র সৈন্য তীক্ষ্ণবাণে বিদীর্ণদেহ হইয়া রণস্থলে শয়ন করিল। কেহ বা বাহন বিনাশিত, সারথি বিদলিত এবং স্যন্দন চূর্ণিত হইলে ক্ষণকাল পাদচারে যুদ্ধ করিয়া শত শত শত্রুমস্তক ছেদন করত স্বয়ং ও ছিন্নমূর্দ্ধা ক্ষণকাল নৃত্য করিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। পরস্পরের করাল করবাল সংঘট্টে অগ্নিকণ বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। গৃধ্রকুল পিবিত-

লোভে আকৃষ্ট হইয়া সৈন্যদলের মস্তকোপরি নভোমণ্ডলে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। সুবর্ণবর্ণ শস্যমণ্ডিত ভূমি সৌম্যমূর্ত্তি পরিহার করিয়া রক্তপ্রবাহভূষিত ভীষণ পাটল বেশ ধারণ করিল। শরদাগমে পঙ্কিলস্থল শুষ্ক হইতেছিল পুনর্ব্বার মাংস-শোণিত-কর্দ্দমে কর্দ্দমিত হইল। পতিত নরশরীরে, ঘোটকদেহে, বিপুল মাতঙ্গকায়ে এবং ভগ্ন রথাবয়বে রণভূমি দুঃসঞ্চর হইয়া পড়িল। সমরস্থলীর রুদ্ধ মুখ হইতে উষ্ণ বাস্প বিনির্গত হইতে লাগিল। ক্রমে উভয় পক্ষের সৈন্যদল প্রায় নিঃশেষিত হইল, রণস্থলী প্রায় জীবিতশূন্য হইলেন।

এমন সময়ে বৃষকেতুনামাঙ্কিত অর্দ্ধশশাঙ্কমুখ শিলীমুখ কুমার চন্দ্রকেতুর ধনুর্মৌর্ব্বী কর্ত্তিত করিল। রাজতনয় বাণনাম দর্শনে পুলকিত হইয়া শরাসনে নূতন জ্যাসন্ধান করিলেন, এবং বৃষকেতুকে লক্ষ্য করিয়া বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বৃষকেতুর স্যন্দনের বামভাগে রথোপরি সুভাষীর মত মূর্ত্তি সহসা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল! শত্রুদলমধ্যে সুভাষীকে দেখিয়া রাজকুমার ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং মনে মনে নানা বিতর্ক করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি তাহাদিগকে উচ্চ গভীরস্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অরে রে বৃষকেতো! ভ্রষ্টভগিনীক! ভগিনী-জারযোজক! অরে রে সুভাষিন্! মায়াবিন্! ছদ্ম-

বেশিন্! কৃতঘ্ন! বিশ্বাসঘাতক! চন্দ্রকুমারী-লম্পট! আর কোথায় যাইবি? এখনই তোদের মাংস শোণিতে গৃধ্রশৃগালগণকে পোষিত করিব, এই বলিয়া কুমার সায়কপাতে দুইজনকেই আচ্ছন্ন করিলেন। বৃষকেতু এবং সুশীলও রূঢ় সম্ভাষণে রুষ্ট হইয়া দুইজনেই যুগপৎ চন্দ্রকেতুর উপর অবিশ্রান্ত বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সমীপস্থ স্বল্পাবশিষ্ট সৈন্যগণ আশ্চর্য্য হইয়া কুমার-ত্রয়ের অদ্ভুত যুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বৃষকেতুর সৈন্যদলে হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল। কুমারদ্বয়ের শরবর্ষণ শান্ত হইল। বৃষকেতু ও সুশীল তীক্ষ্ণবাণে আহত হইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়াছেন। চন্দ্রকেতু জয়োল্লাসে সারথিকে প্রতিপক্ষরথ-সমীপে রথ চালন করিতে আদেশ করি-লেন। সারথি আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্রে কুমার-নির্দ্দিষ্ট স্থানে রথ আনয়ন করিল। সুরাষ্ট্ররাজতনয় কুমার-দ্বয়কে অচেতন পতিত দেখিয়া রক্ষক-সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের শরীর দুইটী আপনার রথে তুলিয়া লইলেন, এবং তদবস্থ শিবিরে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রাজতনয়দ্বয়ের মূর্চ্ছা ভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এদিকে কর্ণাটরাজ কিয়দ্দূরে রণস্থলের অপরভাগে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি পুত্রের বিপদাপাত শুনিয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন,

এবং বিষণ্ণমনে কটকে প্রবেশ করিলেন; অনন্তর পরদিন প্রাতে সন্ধি প্রার্থনায় সুরাষ্ট্ররাজের নিকট দুত প্রেরণ করিলেন।

বৃষকেতু ও সুশীল অনেকক্ষণ পরে চেতনা পাইয়া দেখেন, শত্রু হস্তে পতিত হইয়াছেন; বাণক্ষত হইতে রুধিরধারা এখন ও নিবারিত হয় নাই, চন্দ্রকেতু শত্রু হইয়াও পরম যত্নে রক্ত বন্ধের চেষ্টা পাইতে-ছেন। কুমারদ্বয় সুরাষ্ট্ররাজকুমারের ঈদৃশ উদার ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, তথাপি পিঞ্জরবদ্ধ আহত সিংহশাবকের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগি-লেন। অনন্তর চন্দ্রকেতু প্রত্যেককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৃষকেতো! আহত শত্রুর গাত্রে হস্তক্ষেপ বীর পুরুষের উচিত কার্য্য নহে। নিঃশঙ্কচিত্তে অদ্য বিশ্রাম কর, পরাজিত হইয়াছ বলিয়া লজ্জিত হই-বারও কোন কারণ নাই। ক্ষত্রিয়বংশে জন্ম গ্রহণ করিলেই কখন বা বিজয়ী কখনও বা বিজিত হইতে হয়। নিরবচ্ছিন্ন জয় লাভ দুই এক জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। অদ্য আমি জয়শ্রী লাভ করিয়াছি, হয়ত কল্যই শত্রুহস্তে পরাজিত হইতে পারি। বৃষকেতু চন্দ্রকেতুর বিনয় অথচ গর্ব্বপূর্ণ বচন শ্রবণে নির্ব্বিঘ্ন মনে উত্তর করিলেন, চন্দ্রকেতো! সত্য বটে, সংসারে জয় পরাজয় উভয়েরই সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়, কিন্তু ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পরাজয় প্রাপ্তি

অপেক্ষা সমরস্থলে নিধন লাভ সহস্রগুণে স্পৃহনীয়; শত্রুহস্তে পতন অপেক্ষা কৃতান্তের অঙ্কে শয়ন লক্ষগুণে প্রশংসনীয়। অনন্তর চন্দ্রকেতু সুশীলকে সুভাষিজ্ঞানে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সুভাষিন্! এ অবস্থায় তোমাকে কিছু বলা ভাল দেখায় না। তুমি আমার প্রতি যেরূপ কৃতঘ্নের ব্যবহার করিয়াছ কল্য সর্ব্বলোকসমক্ষে তাহার সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব। সুশীল কর্ণাটরাজপুত্রের কথার ভাবার্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি শরপ্রহারের বেদনায় নিতান্ত কাতর ছিলেন এবং সম্যক্ না বুঝিয়া উত্তর প্রদান বিধেয় নহে বিবেচনা করিয়া কিছুই প্রত্যুত্তর করিলেন না।

পরদিন প্রাতে সুরাষ্ট্ররাজতনয়, বৃষকেতু ও সুশীলকে সঙ্গে লইয়া অবশিষ্ট সেনাদল-সমভিব্যাহারে জয়োল্লাসে নগরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। সুরাষ্ট্রপুরী জয়ালঙ্কৃত কুমারের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে আহ্লাদে উদ্বেল হইয়া রাজতনয়ের প্রত্যুদ্গমন করিল। সমস্ত নগর জয় জয় শব্দে পরিপূর্ণ হইল। কেবল এক দিকে চন্দ্রকুমারী বিষাদে বিহ্বল হইয়া সহচরীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন। প্রিয়সখি! আজ কপালে কি ঘটিবে বলিতে পারি না। চন্দ্রকেতু বিজয়মদে মত্ত হইয়া কি দুরবস্থা করিবে ভাবিয়া আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে। গর্ব্বিণী, প্রাণে মারিতে পারিবে

না, অপমানের এক শেষ করিবে। সখি! এই মুহূর্ত্তে আমার মৃত্যু হইলে সকল কষ্টের শেষ হয়। শুনিতেছি বিজয়ী শত্রু প্রাণের ভাই বৃষকেতুকে বন্দীকৃত করিয়া সুরাষ্ট্রে আনয়ন করিতেছে। ভাইকে এ-পোড়ার মুখ কেমন করিয়া দেখাইব। সখি! আর প্রাণ রাখিতে ইচ্ছা নাই, আমায় বিষ আনিয়া দে, অপমান আর সহ্য করিতে পারিব না, গর্ব্বস্থ শিশু-হত্যার পাতকভয়ে আর ভীত হইতে পারি না, সখি! আর ইতস্ততঃ করিস্ না, শীঘ্র বিষ আনিয়া দে, পান করিয়া অপমানের ভয় নিবারণ করি। সহচরী উত্তর করিল, প্রিয়সখি! এত উতলা হস্‌না, ভয় কি? বৃদ্ধ-রাজের চরণে শরণ লইব। তিনি অবশ্যই আমা-দের মানরক্ষার কোন উপায় করিবেন, অবলার অব-মানে রাজ্য নষ্ট হয়। বৃদ্ধরাজ প্রবীণ হইয়া কখনই তোমার অপমান করিতে দিবেন না। সখি! নিশ্চিন্ত থাক্, কোন ভয় নাই। চন্দ্রকুমারী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, সখি! যা ভাল বুঝিস্ কর, আমি গতিক বড় ভাল দেখিতেছি না।

আর একদিকে অন্ধতমসাবৃত বিবরে নিগড়সংযতা সিংহলরাজদুহিতা কয়েকদিন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অনবরত কেবল নিঃশব্দে রোদন ও অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিলেন। রাজবালা মনে মনে কেবল দৈবকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন, কখনও বা সজলনয়নে

প্রিয়সখী চিত্রলেখাকে ডাকিতেছেন, এক একবার জনক জননীকে করুণস্বরে সম্বোধন করিয়া খেদ প্রকাশ করিতেছেন, বার বার কুলকলঙ্কিনী কালভুজঙ্গী বলিয়া আপনাকে শত শত তিরস্কার করিতেছেন, কখনও বা প্রাণের ভাই সুশীলকে যেন সম্মুখে দেখিতে পাইতেছেন, পরক্ষণেই সমস্ত অন্ধকারময় দেখিতেছেন, মধ্যে মধ্যে উন্মত্তের ন্যায় আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিতেছেন, ভাই সুশীল! একবার এসময় দেখা দে, তোর বড় সোহাগিনী ভগিনীর দশা একবার দেখে যা, তোকে একবার চখে দেখে এ পোড়া জীবন পরিত্যাগ করি। রাজবালা ভুলিয়াও একবার চন্দ্রকেতুর প্রতি দোষারোপ করেন নাই, বরং বার বার সিংহলেশ্বরীর নিকট কুমারের বিজয়াশংসা করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রকেতু নগরে প্রবেশ করিয়া অগ্রে জনক জননীর সমীপে গমন করিলেন, এবং তাঁহাদের চরণে প্রণতিপূর্ব্বক বিজয়বার্ত্তা সবিশেষ বর্ণনা করিলেন। জনক জননী পুলকিতচিত্তে পুত্রকে উঠাইয়া মস্তক আঘ্রাণ ও মুখ চুম্বন করত আশীর্ব্বাদ করিলেন, বৎস! চিরজীবী হইয়া চিরদিন এইরূপ বিজয় লাভ কর।

অনন্তর নৃপতনয়, বৃষকেতু ও সুশীলকে সঙ্গে লইলেন, এবং যে গৃহে সুভাষীকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইয়া ক্রোধভরে প্রহরীকে বলিলেন অরে শীঘ্র সুভাষীকে বাহির কর। প্রহরী কম্পান্বিত-

কলেবরে উত্তর করিল, কুমার! এত কুপিত কেন? সুভাষী সেই গৃহেই আছে, এই মাত্র তাহার করুণ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়াছি। এখনই আপনার নিকট তাহাকে আনিয়া উপস্থিত করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া প্রহরী নিগড়সংযতা দীনদীনা মলিনবসনা অশ্রুপূর্ণ-নয়না সিংহলরাজনন্দিনীকে রাজতনয়ের সম্মুখে আনয়ন করিল।

সুশীলা সহসা সুশীলকে রাজকুমারের পার্শ্বে নিরীক্ষণ করিয়া বাষ্পাবৃত-স্তিমিত-লোচনে অমনি ভূতলে অচেতন হইয়া পড়িলেন। সুশীল কি হইল কি হইল বলিয়া সুশীলার নিকট ত্বরিতপদে গমন করিলেন, এবং চন্দ্রকেতুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কুমার! কি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন? স্ত্রীহত্যা করিলেন? রাজতনয়! আপনার অন্তঃকরণে কি করুণার লেশ নাই? কোন্ হৃদয়ে এ সুকুমার চরণে শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়াছেন? শীঘ্র জল আনয়ন করিতে আদেশ করুন, ভগিনি! কি সর্ব্বনাশ করিলি? এই জন্য কি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া কালভুজঙ্গকে আশ্রয় করিয়াছিলি? হায়! কি হইল! হায়! কি হইল! শীঘ্র তালবৃন্ত আনয়ন করুন। ভগিনি! কি করিলি? জনক জননীকে গিয়া কি বলিব? কি বলিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিব? সুশীলে! আমি তোর অন্বেষণে আসিয়াছি, দুই মাস পথে পথে ভ্রমণ করিতেছি, শেষে কি তোর এই অনুসন্ধান

পাইলাম? রাজকুমার! কি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন? ভগিনি! দূর হতে আমাকে দেখিলে দৌড়িয়া আমার নিকট আস্‌তিস্, তোর কাছে দাঁড়াইয়া আছি, একবার মধুরস্বরে ভাই বলিয়া সম্বোধন কর।

চন্দ্রকেতু উভয়ের অবয়বের সৌসাদৃশ্য এবং সহসা মূর্চ্ছাকাণ্ড দেখিয়া চমৎকৃত ও অবাক্ হইয়া রহিলেন, এসময়ে হঠাৎ কিছু জিজ্ঞাসাও করিতে পারেননা। সুশীলের রোদন দর্শনে তাঁহার এবং উপস্থিত সকলেরই নেত্র হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে সুশীলার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, রাজবালা লজ্জায় অধোবদনে রহিলেন, চন্দ্র-কেতু সুশীলকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্র! এই ব্যাপার দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি, এক একবার বোধ হইতেছে যেন স্বপ্ন দর্শন করিতেছি, অথবা ইন্দ্রজালে আচ্ছন্ন হইয়াছি। তোমাদের রূপের সৌসাদৃশ্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছি। ভদ্র! শীঘ্র তোমার ভগিনীর পায়ের শৃঙ্খল খুলিয়া দেও, ইহার এ অবস্থা দেখিয়া আমার লজ্জা বোধ হইতেছে, এবং এই ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া আমার কুতূহল নিবারণ কর। আমার হৃদয় সমস্ত বৃত্তান্ত সবিশেষ জানিতে নিতান্ত ব্যগ্র হইতেছে।

সুশীল ভগিনীর পায়ের শৃঙ্খল খুলিয়া দিয়া উত্তর করিলেন, রাজকুমার! আমি সিংহলাধীশ্বরের একমাত্র

তনয়, আমার নাম সুশীল, আপনি যাহার এই দুরবস্থা করিয়াছেন ইনি আমার যুগ্মজাত সহোদরা, সিংহল-রাজের প্রাণাধিকা একমাত্র দুহিতা। আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, যখন দিগ্বিজয়ের পর পিতার অনুরোধে সিংহলে গমন করিয়াছিলেন, এবং সমুদ্র মধ্যে আমারই পিতার জন্য ঝটিকায় বিপদাপন্ন হইয়া কয়েক দিন আমাদের গৃহে অবস্থান করেন, বোধ করি, সেই সময় ভগিনী স্ত্রীজনসুলভ-কৌতূহলে আক্রান্ত হইয়া আপনার সৌন্দর্য্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিল। বালা লজ্জাবশতঃ বা অন্য কোন কারণে পিতা মাতার নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারে নাই, এবং একদিন রজনী-যোগে প্রিয়সখী চিত্রলেখার সহিত সুবর্ণপুরী পরিত্যাগ করে। পিতা দুহিতার পলায়ন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং অনেক চেষ্টা করিলেন সুশীলার কোন অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। অনন্তর আমি পিতা মাতাকে না বলিয়া আজ দুই মাস অতীত হইল সিংহল হইতে গোপনে যাত্রা করিয়া ভগিনীর অন্বেষণে পথে পথে ঘুরিতেছিলাম, এবং তাহার কোন অনুসন্ধান না পাইয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতেছিলাম। পথে কর্ণাট-রাজ্যে কর্ণাটরাজের সাহায্যার্থে পিতৃপ্রেরিত সেনা-পতি বীরসেনের সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং সেই সঙ্গেই যুদ্ধযাত্রায় পুনর্ব্বার সুরাষ্ট্রে আসিয়াছিলাম ও আজ আপনার গৃহে ভগিনীকে এই দারুণ দুরবস্থায় দেখিলাম।

ভগিনী কিরূপে এখানে আসিয়াছেন এবং উঁহার প্রিয় সখী চিত্রলেখাই বা কোথায় গেল কিছুই বলিতে পারি না। রাজকুমার! আপনি কি অপরাধে আমার ভগিনীর এ দশা করিয়াছেন?

চন্দ্রকেতু বলিলেন, বয়স্য! তোমাদের নিকট মুখ দেখাইতে লজ্জা হইতেছে। অজ্ঞানবশতঃ আমি এতদূর অপরাধী হইয়াছি। তোমার ভগিনী আমার নিকট নপুংসক বলিয়া পরিচয় দেন। রাজকুমারীর অলৌকিক লাবণ্য দেখিয়া আমার মনে এক এক বার সন্দেহ হইয়াছিল, কিন্তু সে সময় চন্দ্রকুমারীর প্রতি অনুরাগে উন্মত্তপ্রায় ছিলাম, কিছুই বিশেষ অনুসন্ধান করি নাই। কর্ণাটরাজবালার মন আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত তোমার ভগিনীকে দূতরূপে নিযুক্ত করি। কিছু দিন পরে চন্দ্রকুমারীর গর্ব্ভচিহ্ন প্রকাশ হইল। ছদ্মবেশী পুরুষ বলিয়া তোমার ভগিনীর প্রতি আমার দৃঢ়তর সন্দেহ হয়, সেই কারণে সুকুমারীর এই দারুণ শাস্তি প্রদান করিয়াছিলাম। সখে! অজ্ঞানকৃত আমার এ অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবে।

সুশীল উত্তর করিলেন নৃপকুমার! আমিই ভগিনীর এত কষ্টের মূল, আমি এই নগরে ভগিনীর উদ্দেশে আসিয়াছিলাম। সে সময়ে নগরী উৎসবে নৃত্য করিতেছিল। বিধিনির্ব্বন্ধে একদিন নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া চন্দ্রকুমারীর গৃহের নিকট তরুতলে উপবেশন করি, রাজবালা

সখী-দ্বারায় আমাকে ডাকিয়া লইয়া যায়। কন্দর্পের অনির্ব্বচনীয় মহিমায় রাজতনয়ার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমি গান্ধর্ব্ব-বিধানে চন্দ্রকুমারীর সহিত মাল্য বদল করিলাম এবং প্রায় একমাস তাহার মন্দিরে অবস্থান করিয়াছিলাম। রাজকুমার! আমিই ভগিনীর এই কষ্টের মূল, আপনার অপরাধ নাই।

অনন্তর চন্দ্রকেতু সুশীলার হস্ত গ্রহণ করিয়া বলিলেন, প্রিয়তমে! না জানিয়া তোমার প্রতি যে অত্যাচার ও কঠিন ব্যবহার করিয়াছি দয়া করিয়া ক্ষমা করিতে হইবে। সুন্দরি! আজ অবধি তুমিই আমার হৃদয়ের একেশ্বরী, আইস তোমার নয়নজল স্বহস্তে মুচাইয়া দিই। প্রেয়সি! তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি, তোমার প্রতি কত রুক্ষ ব্যবহার করিয়াছি, কত পরুষ বাক্য বলিয়াছি, সে সমস্ত স্মরণ করিয়া আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে। জীবিতেশ্বরি! সে সমস্ত কষ্ট হৃদয় হইতে দূর করিতে হইবে। সুশীলা লজ্জায় হেঁট হইয়া রহিলেন।

এদিকে কর্ণাটরাজের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইল, সুরাষ্ট্ররাজ সুশীল ও সুশীলার বিষয় অবগত হইয়া পরম পুলকিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ সিংহলে লোক প্রেরণ করিলেন। নগরী উৎসবে পূর্ণ হইল। সিংহলরাজ অবগত হইয়া অতি প্রহৃষ্টমনে সমস্ত অনুমোদন করিলেন। রাজ-মহিষীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। সুশীল সুশীলার

কুশল সম্বাদ এবং পরিণয় বার্ত্তা শুনিয়া সিংহলরাজ্যের সকলেরই হৃদয় আনন্দপূরে উথলিত হইল। মহাসমারোহে চন্দ্রকেতু সুশীলার বিবাহকার্য্য সম্পাদিত হইল। দুইজনে পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে সুশীল চন্দ্রকুমারীর সহিত সিংহলে ফিরিয়া আসিলেন। জনক জননীর সুখের আর ইয়ত্তা রহিল না।

সমাপ্ত।